বিঘ্নকে প্রশ্রয় দেবেন না

আশিস রাইচুর

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY

Produced and distributed by All Peoples Church & World Outreach, Bangalore, INDIA.
First Edition Printed: July 2019
Translated into Bengali: March 2021

Contact Information:
All Peoples Church & World Outreach,
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: bookrequest@apcwo.org
Website: apcwo.org

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are taken from the BSI-Bengali (Old Version) Bible Society of India.

Biblical definitions, Hebrew and Greek words and their meanings are drawn from the following resources:
Thayer's Greek Definitions. Published in 1886, 1889; public domain.
Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, Strong's Exhaustive Concordance by James Strong, S.T.D., LL.D. Published in 1890; public domain.
Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, © 1984, 1996, Thomas Nelson, Inc., Nashville, TN.

FINANCIAL PARTNERSHIP

Production and distribution of this book has been made possible through the financial support of members, partners, and friends of All Peoples Church. If you have been enriched through this free book, we invite you to contribute financially to help with the producing and distribution of free books from All Peoples Church. Please visit apcwo.org/give or see the page “Partner With All Peoples Church” at the back of this book, on how to make your contribution. Thank you!

MAILING LIST

To be notified when free books are released from All Peoples Church, you may subscribe to our mailing list at apcwo.org

বিঘ্নকে প্রশ্রয় দেবেন না

সূচীপত্র

ভূমিকা 1

1. একটি ফাঁদ ও হোঁচট খাওয়ার রাস্তা 2
2. বিঘ্ন অবশ্যই আসবে 4
3. সিদ্ধান্ত আপনার 12
4. বিঘ্ন পাওয়া অবস্থা থেকে কোনো পদক্ষেপ নেবেন না 16
5. প্রেম আমাদের স্বাধীন করে 20

ভূমিকা

জীবনে, আমরা সবাই বিঘ্ন পাওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করে থাকি। অনেক কিছু বিষয় অসন্তুষ্টি তৈরি করতে পারে। অনেক সময়ে ছোট থেকে ছোট বিষয় আমাদের অসন্তুষ্ট করে তোলে। আমরা আঘাত পাই। কেউ কিছু বলল, তাতে আমাদের আঘাত লাগে। যে উন্নতি অথবা স্বীকৃতি আমাদের পাওয়ার কথা বলে মনে করি, সেটা অনেক সময়ে পাই না। তখন আমরা অসন্তুষ্ট হই। একবার যখন আমরা অপরাধগুলি গায়ে লাগিয়ে নিই, তখন থেকে সেটা আমাদের ভিতরে কাজ করতে থাকে এবং আমাদের কল্পনার চেয়েও বেশী আমাদের প্রভাবিত করে থাকে। একজন ব্যক্তি যে অসন্তুষ্টিগুলিকে ঠিক করে নেয় নি, সে সবচেয়ে যুক্তিহীন ভাবে কথা বলতে পারে, চিন্তা করতে পারে ও আচরণ করতে পারে। এটা যখন মণ্ডলীর জীবনে দেখতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে দেখা যায়, তখন আমরা খুব দুঃখজনক বিষয়গুলিকে ঘটতে দেখি - পিছনে কথা বলা, পরনিন্দা করা, অন্য একটা মণ্ডলীর জন্য নিজের মণ্ডলী ছেড়ে দেওয়া, মণ্ডলী ভাগ হয়ে যাওয়া, খ্রীষ্টিয় নেতারা নিজেদেরকে অন্যান্য নেতাদের থেকে আলাদা করে দেওয়া, এবং সবচেয়ে বেশী, খ্রীষ্টের দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু, আমরা যদি জানি যে কীভাবে অপরাধগুলিকে অতিক্রম করতে হয়, তাহলে এই বিষয়গুলিকে স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে আটকানো যেতে পারে এবং খ্রীষ্টের দেহকে আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে।

জীবনে এই বারংবার ঘটা বিষয়টি সম্বন্ধে বাইবেল কী বলে? যখন আমাদের সাথে কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, তখন আমাদের কীভাবে সাড়া দেওয়া উচিৎ? যখন আমাদের সাথে অপরাধ হয়, তখন নেতিবাচক আবেগগুলি থেকে কীভাবে পলায়ন করতে পারব? এই সরল ও ছোট অধ্যয়নে, আমরা আশা করি, এই প্রশ্নগুলির উত্তর লাভ করবো এবং অপরাধকে গায়ে না লাগিয়ে একটি জীবনযাপন করতে শিখবো।

সর্বদা অপরাধের উর্ধ্বে জীবনযাপন করুন।

ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুক!
আশিস রাইচুর

1. একটি ফাঁদ ও হোঁচট খাওয়ার রাস্তা

যখন কোনো মানুষের কথা অথবা কাজ আমাদের আঘাত করে থাকে অথবা আমাদের অপমান করে থাকে, তখন আমরা অসন্তুষ্ট হই ও বিঘ্ন পাই। অসন্তুষ্ট হওয়ার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে থাকে। কেউ রেগে যায় এবং পাল্টা জবাব দেয়। কেউ পিছিয়ে যায়, যোগাযোগ ছিন্ন করে দেয় ও নিজেকে দূরে করে দেয়। কেউ কেউ নিন্দা করার দ্বারা, অপমান করার দ্বারা, পরচর্চা করার দ্বারা প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। আমরা সবাই এই স্থানে এসেছি এবং একাধিক ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি। আমরা মনে করি যে আমাদের এমন করার অধিকার আছে কারণ আমাদের সাথে অপরাধ করা হয়েছে। আমরা মনে করি যে কোনো না কোনো ভাবে প্রতিশোধ নেওয়া আমাদের ভাল বোধ করাবে ও আমাদের ব্যাথাকে হাল্কা করবে।

কিন্তু, আসুন আমরা অসন্তুষ্ট হওয়ার বিষয়ে বাইবেলের দৃষ্টিকোণটি লক্ষ্য করি। হয়ত আমরা বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে দেখতে পাব।

মথি 16:23
কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া পিতরকে কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান, তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের তাহাই তুমি ভাবিতেছ।

"বিঘ্ন" শব্দটি গ্রীক ভাষায় হল 'skandalon' এবং এটি দুটি বিষয়কে উল্লেখ করে:

1. **একটি ফাঁদ।** এটি একটি ফাঁদকে, অথবা একটি মাছ ধরার ছিপের মুখে চারাটিকে উল্লেখ করে। আপনি যে মুহূর্তে চারাটিকে স্পর্শ করবেন, সেই সময়েই ফাঁদে পরে যাবেন। আপনি আটকে পড়বেন।
2. **হোঁচট খাওয়া।** একটি বিঘ্নজনক পাথর। যার উপরে মানুষেরা হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। তাই বিঘ্ন হল এমন একটি বিষয় যার উদ্দেশ্য হল মানুষকে হোঁচট খাইয়ে ফেলে দেওয়া।

বিঘ্ন দেওয়ার শেষ পরিণতি হল একজন ব্যক্তিকে পাপ করানো।

মথি 16 অধ্যায়ের এই ঘটনাটিতে, মনে হচ্ছিল পিতর প্রভু যীশুর প্রতি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে এই কথাটিকে বলেছিলেন। কিন্তু, যীশু অন্য কিছু দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে শয়তান এর উৎস ছিল এবং শয়তান হল একজন বিঘ্ন, একটি ফাঁদ, একটি হোঁচট খাওয়ার পাথর ঈশ্বরের সেই সব কাজগুলির প্রতি যা যীশু অনুধাবন করছিলেন।

একটি বিঘ্ন হল শয়তানের একটি ফাঁদ ও হোঁচট খাওয়ার যন্ত্র। এটি হল শয়তানের প্রচেষ্টা আমাদের ফেলে দেওয়ার, যাতে আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলির দিকে এগোতে না পারি।

পরের বার আপনি যখন অসন্তুষ্ট হবেন অথবা বিঘ্ন পাবেন, সে যেই করে থাকুক না কেন, আত্মিক ভাবে এর অর্থ কী সেটা ভাবার জন্য একটি থামুন। এটি সেই ব্যক্তির বিষয়ে নয়। এটি সেই পরিস্থিতির বিষয়ে নয়। মাঝখানে আরও অনেক কিছু ঝুলে আছে যা সেই ব্যক্তির চেয়ে আরও বেশী গুরুতর, যে আপনাকে আঘাত করেছে। এই বিঘ্নজনক বিষয়টি হল একটি ফাঁদ ও হোঁচট খাওয়ানোর একটি পাথর। আপনি যদি সেটাতে পড়েন, তাহলে শয়তান সুযোগ পেয়ে যাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে অনুধাবন করার যাত্রায় আপনাকে ফাঁদে নিয়ে নেওয়ার অথবা হোঁচট খাইয়ে ফেলে দেওয়ার।

আপনি কি আপনার জীবনে শয়তানকে এইপ্রকারের কোনো সুযোগ দিতে চান? অবশ্যই নয়! বিঘ্নের কারণ ও উৎস যাই হোক না কেন, বিঘ্ন পাওয়ার সময়ে আপনার প্রতিক্রিয়া যেন আপনার হৃদয় থেকে বিঘ্নকে দূরে সরিয়ে রাখে। আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিঘ্নের যেন কোনো স্থান না থাকে।

চিন্তাভাবনা

1. সাম্প্রতিক কোনো একটি সময় নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন যেখানে আপনি বিঘ্ন পেয়েছিলেন অথবা বিঘ্ন পাওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছিলেন।

ক। আপনাকে কোন বিষয়টি বিঘ্ন দিয়েছিল?

খ। আপনার কেমন অনুভূতি হয়?

গ। আপনি কী করেছিলেন? আপনি যখন বিঘ্ন পেয়েছিলেন তখন বিষয়গুলিকে কীভাবে সামলে নিয়েছিলেন?

ঘ। পিছন দিকে তাকিয়ে, বিঘ্ন পাওয়ার সময়ে আপনি যেভাবে বিষয়গুলিকে সামলেছিলেন, সেই নিয়ে কি আপনি খুশি? সেখানে যীশু কি মহিমান্বিত হয়েছিলেন? আপনি কি ভিন্ন ভাবে বিষয়গুলিকে সামলাতে পারতেন?

ঙ। যদি কোনো ব্যক্তি আপনাকে আঘাত করে থাকে, তার সাথে সম্পর্ক পুনরায় গড়ে তোলার জন্য আপনাকে কি কিছু করার প্রয়োজন আছে?

2. বিঘ্ন অবশ্যই আসবে

এই অধ্যায়ে, আমরা বিঘ্ন পাওয়ার তিনটি আলাদা আলাদা উৎস বিবেচনা করবো, যা আমরা প্রায়ই সম্মুখীন করে থাকি। এইগুলি অবশ্যই একমাত্র উৎস নয়, কিন্তু হয়ত সবচেয়ে বেশী প্রচলিত:

- জগত থেকে যে বিঘ্ন আমরা পেয়ে থাকি
- অসাবধানতার কারণে যে বিঘ্ন আমরা পেয়ে থাকি
- কর্তৃপক্ষের দ্বারা যে বিঘ্ন আমরা পেয়ে থাকি

আমরা তিনটি কারণও আলোচনা করেছি যে বিশ্বাসীরা তাদের আত্মিক জীবনে কেন বিঘ্ন পেয়ে থাকতে পারে। এইগুলি বিশ্বাসীদের জন্য নির্দিষ্ট:

- ঈশ্বরের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া
- যীশু খ্রীষ্টের কারণে বিঘ্ন পাওয়া
- ঈশ্বরের বাক্য ও পবিত্র আত্মার কারণে বিঘ্ন পাওয়া

আসুন, বিঘ্ন পাওয়ার তিনটি উৎসের দিকে দেখি যা আমাদের কাছে সাধারণ:

জগত থেকে যে বিঘ্ন আমরা পেয়ে থাকি

মথি 18:6-7
6 কিন্তু যে ক্ষুদ্রগণ আমাতে বিশ্বাস করে, যে কেহ তাহাদের মধ্যে এক জনেরও বিঘ্ন জন্মায়, তাহার গলায় বৃহৎ যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রের অগাধ জলে ডুবাইয়া দেওয়া বরং তাহার পক্ষে ভাল।
7 বিঘ্ন প্রযুক্ত জগৎকে ধিক্! কেননা বিঘ্ন অবশ্যই উপস্থিত হইবে; কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যাহার দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে।

বিঘ্ন শব্দটির গ্রীক শব্দ হল 'skandalon' যেটার বিষয়ে আমরা আগের অধ্যায়ে পড়েছি। মথি 17 অধ্যেয়র এই পদগুলির প্রেক্ষাপটে, ক্ষুদ্রগণ, অর্থাৎ সরল, নম্র ব্যক্তিদের প্রতি বিঘ্ন দেওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে, অর্থাৎ বিশ্বাসীদেরকে পাপ করানোর বিষয়ে বলা হয়েছে।

৭ পদে তিনটি বিষয় দেওয়া আছে:

1. এই জগত বিঘ্নে পরিপূর্ণ
2. বিঘ্ন অবশ্যই আসবে
3. মানুষদের মাধ্যমেই বিঘ্ন আসবে

এই জগত বিঘ্নে পরিপূর্ণ। এই কারণে যীশু বলেছেন, *"বিঘ্ন প্রযুক্ত জগৎকে ধিক্"।* এই জগতে যীশুতে বিশ্বাসীদের জন্য ফাঁদ ও হোঁচট খাওয়ার পাথরে পরিপূর্ণ, তাদেরকে দিয়ে পাপ করানোর জন্য, বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করছে। বাস্তবে, শেষ সময় যত এগিয়ে আসছে, প্রভু যীশু মথি 24:10 পদে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন: *"আর তৎকালে অনেকে বিঘ্ন পাইবে, এক জন অন্যকে সমর্পণ করিবে, এক জন অন্যকে দ্বেষ করিবে"।* এই পথেই এই জগত এগোচ্ছে।

বিঘ্ন আসবে। বিশ্বাসী হিসেবে আমরা বিঘ্ন পাওয়া থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাই না। এই জগত বিঘ্নে পরিপূর্ণ এবং আমরা এই জগতে বসবাস করছি। এই জগত তার আঘাতগুলি অবশ্যই আপনার বিরুদ্ধে নিয়ে আসবে - ফাঁদ ও হোঁচট খাওয়ার পাথর। এইগুলির জন্য প্রস্তুত থাকুন। এবং দুঃখজনক ভাবে, অনেকসময়ে অন্যান্য বিশ্বাসীদের থেকেও বিঘ্ন আসতে পারে।

মানুষদের দ্বারাই বিঘ্ন আসে। যীশু যখন বলেছিলেন "যাহার দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে", তিনি আমাদের বলতে চাইছেন যে মানুষেরাই এই বিঘ্নগুলি নিয়ে আসবে। আপনি বিঘ্ন পান কারণ আপনার চারিপাশের মানুষেরা এমন কথা বলে অথবা কাজ করে যা আপনাকে আঘাত করে।

যীশু ইতিমধ্যে বলেছেন যে সেই ব্যক্তির সাথে কী ঘটবে যার মধ্যে দিয়ে বিঘ্ন আসবে। ধিক্, সমস্যা, বিনাশ। কেউ যদি আপনাকে পাপ করানোর জন্য আপনার সামনে ফাঁদ রাখে অথবা হোঁচট খাওয়ার পাথর রাখে, তাহলে পাশে সরে দাঁড়ান এবং ঈশ্বরকে মোকাবিলা করতে দিন। তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে কিছুই করতে হবে না।

অসাবধানতার কারণে যে বিঘ্ন আমরা পেয়ে থাকি

উপদেশক 7:21-22
21 যত কথা বলা যায়, সকল কথায় মন দিও না; দিলে হয় ত শুনিবে, তোমার দাস তোমাকে শাপ দিতেছে।
22 কেননা তুমিও অন্যকে পুনঃ পুনঃ শাপ দিয়াছ, তাহা তোমার মন জ্ঞাত আছে।

অনেক সময়ে আমরা সেই সকল মানুষদের দ্বারা আঘাত পাই যারা আমাদেরকে আঘাত করার কোনো উদ্দেশ্যই রাখে না। তারা হয়ত তাড়াহুড়োতে, অথবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে কিছু কথা বলে অথবা কাজ করে এবং আমরা তাদের কথা অথবা কাজের দ্বারা বিঘ্ন পেয়ে থাকি। আমরা যেন এই প্রকারের বিষয়গুলিকে হৃদয়ে না নিতে শিখি। আরেক কথায়, এইগুলিকে যেন আমরা হাল্কা ভাবে নিই। এইগুলিকে ছেড়ে দিই। এইগুলি থেকে যেন বড় সমস্যা তৈরি না করি। অন্যদেরকে সেই অনুগ্রহ দিই যা আমরা নিজেরা পেতে চাই। আমাদের সবাই কখনও না কখনও চিন্তাভাবনা ছাড়াই এমন কথা বলেছি অথবা কাজ করেছি, এবং পরে উপলব্ধি করেছি যে সেইগুলি অন্য কাউকে বিঘ্ন দিয়েছে, যদিও সেটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

কর্তৃপক্ষের দ্বারা যে বিঘ্ন আমরা পেয়ে থাকি

1 পিতর 2:18-21
18 হে দাসগণ, তোমরা সম্পূর্ণ ভয়ের সহিত আপন আপন স্বামিগণের বশীভূত হও; কেবল সজ্জন ও শান্ত স্বামীদের নয়, কিন্তু কুটিল স্বামীদেরও বশীভূত হও।
19 কেননা কেহ যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সংবেদ প্রযুক্ত অন্যায় ভোগ করিয়া দুঃখ সহ্য করে, তবে তাহাই সাধুবাদের বিষয়।
20 বস্তুতঃ পাপ করিয়া চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইলে যদি তোমরা সহ্য কর, তবে তাহাতে সুখ্যাতি কি? কিন্তু সদাচরণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিলে যদি সহ্য কর, তবে তাহাই ত ঈশ্বরের কাছে সাধুবাদের বিষয়।
21 কারণ তোমরা ইহারই নিমিত্ত আহূত হইয়াছ; কেননা খ্রীষ্টও তোমাদের নিমিত্ত দুঃখ ভোগ করিলেন, এ বিষয়ে তোমাদের জন্য এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর

1 পিতর 2 অধ্যায়ে, 13 পদ থেকে, পিতর বিশ্বাসীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কর্তৃপক্ষের অধীনে নিজেদের বশীভূত করার বিষয়ে। যদিও বর্তমানে, আমাদের প্রেক্ষাপট নতুন নিয়মের সময়ের মতো সমান নয়, সত্যটি আজও একই। কর্মচারী হিসেবে আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অধীনে বশীভূত হই। নাগরিক হিসেবে আমরা দেশের কর্তৃপক্ষের অধীনে বশীভূত হই। পরিবারের সদস্য হিসেবে আমরা পরিবারে থাকা কর্তৃপক্ষের অধীনে বশীভূত হই।

আমরা কি করবো যদি আমরা ভাল কাজ করা সত্ত্বেও আমাদের উপরের কর্তৃপক্ষেরা আমাদের সাথে কঠিন ভাবে আচরণ করে, আমাদের সাথে অন্যায় করে ও কষ্ট দিয়ে থাকে? বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এটি এমন একজন কর্মকর্তা হতে পারে যে অযৌক্তিক, কর্মকর্তা যারা পক্ষপাতিত্ব করে, যারা আমাদের পরিশ্রম দেখে না, যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাদের বেতন ও উন্নতিকে আটকে রাখে, ইত্যাদি। এই পরিস্থিতিতে আমরা কী করবো? পিতর উত্তর দিয়েছে:

- বশীভূত হওয়া
- দুঃখ সহ্য কর
- ধৈর্য সহকারে নাও

শুধুমাত্র ঈশ্বর আমাদেরকে তা করার অনুগ্রহ দিতে পারেন। পবিত্র আত্মার দ্বারা শক্তিযুক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা এটা করতে পারি, যেমন খ্রীষ্ট করেছিলেন। আমরা তেদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করি। আমরা বৃহৎ চিত্রটি দেখার চেষ্টা করি যেটা তারা নেতৃত্ব পদে থাকার ফলে দেখতে পাচ্ছে, যা আমরা প্রায়ই দেখতে পাই না। আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে নেতারা কতটা চাপের মধ্যে থাকে।

যদি বারংবার অন্যায় করা হয় ও আমাদের সুস্থ থাকার বিষয়টি যদি বিপদগ্রস্ত হয়ে পরে, তাহলে আমাদেরকে একটি নিরাপদ স্থানের আশ্রয় নিতে হবে। আমাদের বর্তমানের প্রেক্ষাপট আমাদের সুযোগ দেয় একটি নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার, চাকরী পরিবর্তন করার, ইত্যাদি। নতুন নিয়মের মতো নয়, যেখানে দাসদের সুযোগ থাকতো না চাকরী পরিবর্তন করার। এ ছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের কাছে সুযোগ থাকে আমাদের দৃষ্টিকোণকে ব্যক্ত করার, নেতৃত্বে যারা আছে তাদের সাথে আলোচনা করার সেই ক্ষেত্রগুলি নিয়ে যেখানে আমরা মনে করি আমাদের সাথে অন্যায় হয়েছে এবং নৈতিক ভাবে ও আইনগত ভাবে গ্রহণযোগ্য উপায়ে বিষয়গুলিকে তুলে ধরি।

এই সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমাদের হৃদয়কে কর্তৃত্বে থাকা লোকেদের প্রতি বিঘ্ন পাওয়া থেকে দূরে রাখা। বিঘ্ন আসবে। যারা কর্তৃপক্ষে আছে, তাদের দ্বারা আমরা অবশ্যই বিঘ্ন পাব। কিন্তু নতুন নিয়ম আমাদের সেই অনুমতি দেয় না তাদের বিরুদ্ধে সেই বিঘ্নগুলিকে ধরে রাখার।

আপনি যদি কোনো আত্মিক নেতার দ্বারা বিঘ্ন পেয়ে থাকেন, যেমন, আপনার স্থানীয় মণ্ডলীর পালকের দ্বারা? হয়ত তিনি এমন কোনো একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেটা আপনি বুঝতে পারছেন না। হয়ত, তারা অন্য একজনকে বেছে নিয়েছেন কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরিচর্যা করার জন্য যখন আপনি সেখানে পরিচর্যা করার জন্য আন্তরিক ভাবে অপেক্ষা করছিলেন। হতে পারে তারা আপনার অনেক বছরের বিশ্বস্ত ভাবে সেবা করাকে দেখেনি এবং এমন একজন ব্যক্তির পরিচর্যা কাজকে উদযাপন করেছে যে আপনার মতো ধারে কাছে পরিচর্যা করেনি। মণ্ডলীর জীবনের মধ্যে অনেক প্রকারের পরিস্থিতি আসতে পারে যা একজন মানুষকে বিঘ্ন দিতে পারে। তখন আপনি কী করবেন? যে বিষয়টি পিতর নেতাদের বিষয়ে লিখেছেন, সেটা এখানে প্রযোজ্য হবে। বশীভূত হওয়া। দুঃখ সহ্য করা। ধৈর্য সহকারে নেওয়া। যেখানে সম্ভব, আপনার বিষয়টি একটি গ্রহণযোগ্য ও সমাদরের সাথে জানান। অথবা যদি কোনো নির্যাতন, বিপদ, আপনার সাস্থ্য বিপদগ্রস্ত হয়ে পরে, তাহলে একটি নিরাপদ স্থানে সরে যান। আপনি যাই করুন না কেন, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ ধরে থাকবেন না।

এখন আসুন, আমরা তিনটি কারণ আলোচনা করবো যে বিশ্বাসীরা কেন তাদের আত্মিক জীবনে বিঘ্ন পেয়ে থাকে:

ঈশ্বরের দ্বারা বিঘ্ন পাওয়া

আদিপুস্তক 4:3-7
3 পরে কালানুক্রমে কয়িন উপহাররূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভূমির ফল উৎসর্গ করিল।
4 আর হেবলও আপন পালের প্রথমজাত কএকটি পশু ও তাহাদের মেদ উৎসর্গ করিল। তখন সদাপ্রভু হেবলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন;
5 কিন্তু কয়িনকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন না; এই নিমিত্ত কয়িন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল।
6 তাহাতে সদাপ্রভু কয়িনকে কহিলেন, তুমি কেন ক্রোধ করিয়াছ? তোমার মুখ কেন বিষণ্ণ হইয়াছে?
7 যদি সদাচরণ কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবে না? আর যদি সদাচরণ না কর, তবে পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রতি তাহার বাসনা থাকিবে, এবং তুমি তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিবে।

কয়িন অত্যন্ত রেগে গিয়েছিলেন ও তার মুখ বিষণ্ন ছিল। তিনি মুখ গোমড়া করে ছিলেন। তার মুখে রাখা দেখা যাচ্ছিল। তিনি ঈশ্বরের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কয়িনের দৃষ্টিতে ঈশ্বর অন্যায় করেছিলেন, পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর ন্যায় করেছিলেন। হেবলের মতো কয়িনের কাছেও একই সুযোগ ছিল, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক কাজ করার এবং এমন একটি নৈবেদ্য উৎসর্গ করার যেটা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু কয়িন চেয়েছিলেন ঈশ্বর যেন তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন। এটা ছিল তার অহংকার।

কয়িন ঈশ্বরের দ্বারা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তবুও ঈশ্বরের দ্বারা বলা উপায়ে তাঁর কাছে আসতে অনিচ্ছুক ছিলেন। বিঘ্ন ও অহংকারের এই স্থানে, পাপ অপেক্ষা করছিল কয়িনকে গ্রাস করার জন্য। তবুও ঈশ্বর চেয়েছিলেন যে কয়িন যেন পাপের উপর বিজয়লাভ করতে পারে, তার সামনে যে সঠিক বিষয়টি রাখা হয়েছে, সেটা করার দ্বারা।

অনেকসময়ে, বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের উপর অসন্তুষ্ট হয়। জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি তাদেরকে মনে করাতে পারে যে ঈশ্বর তাদের প্রতি অন্যায় করেছেন। তারা মনে করে যে তারা আরও ভাল কিছু পাওয়ার যোগ্য। তারা বুঝতে পারে না যে কেন অন্য একজন আশীর্বাদ পেয়েছে, অথবা কেন একজন

তার থেকে উত্তম বিষয় লাভ করেছে। তারা চায় ঈশ্বর যেন তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেন। এটি একটি আত্মিক অহংকার। এটি সেই অহংকার যেটা আমাদেরকে ঈশ্বরের উপর অসন্তুষ্ট করে তোলে। এই পর্যায়ে থাকার বিপদ এই যে পাপ অপেক্ষা করতে থাকে আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এই বিঘ্ন একটি প্রবেশদ্বার হয়ে ওঠে পাপের জন্য, এবং শয়তানকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয় ও বিশ্বাসীদের জীবনে একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে দিয়ে দেয়।

এর ঔষধ হল অনুতাপ করা। ঈশ্বরের কাছে আসা এবং স্বীকার করা যে তিনি সর্বদা উত্তম, ন্যায়ি ও সঠিক। আমরাই তাঁকে ভুল বুঝে থাকি। আমরাই অহংকারের মধ্যে থাকি এবং নিজেদের ইচ্ছা মতো পথে চলার চেষ্টা করে থাকি।

যখন ভাববাদী বিঘ্ন পেয়েছিলেন

মথি 11:2-6
2 পরে যোহন কারাগারে থাকিয়া খ্রীষ্টের কর্ম্মের বিষয় শুনিয়া আপনার শিষ্যদের দ্বারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন,
3 ‘যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব?’
4 যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাও, যাহা যাহা শুনিতেছ ও দেখিতেছ, তাহার সংবাদ যোহনকে দেও;
5 অন্ধেরা দেখিতে পাইতেছে ও খঞ্জেরা চলিতেছে, কুষ্ঠীরা শুচিকৃত হইতেছে ও বধিরেরা শুনিতেছে, এবং মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে ও দরিদ্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে;
6 আর ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমাতে বিঘ্নের কারণ না পায়।

দৃশ্যটিকে কল্পনা করার চেষ্টা করুন। বাপ্তিস্ম দাতা যোহন একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি যীশুকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, জগতের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। যোহন একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি তাঁকে ঈশ্বরের মেষশাবক হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, যিনি জগতের পাপভার তুলে নেন। যোহন একমাত্র ব্যক্তি যিনি ঘোষণা করেছিলেন যে যীশু পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দিয়ে থাকেন। কিন্তু এখন যোহনকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছে, যীশু তাঁর পরিচর্যা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু যোহনকে কারাগার থেকে বের করে আনার জন্য তিনি কিছুই করছিলেন না। কল্পনা করুন যোহনের মনের মধ্যে কী চলছিলো - “যীশু যদি প্রকৃত অর্থে মশীহ হন, তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে আমাকে কারাগার থেকে বের করবেন। কিন্তু এই ব্যক্তি ত কিছুই করছেন না। তিনি কি সত্যিই মশীহ?” এবং তাই যোহন তার শিষ্যদের পাঠিয়েছিলেন এটা জানার জন্য। যীশু যোহনের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন যোহনকে উৎসাহিত করার দ্বারা যাতে সে যেন যীশুর কারণে বিঘ্ন না পায়। যোহনের প্রেক্ষাপটে যদি সারাংশ করি, তাহলে যীশু এই কথাটি বলেছিলেন, “যোহন, আমি জানি তুমি মনে করছ যে তুমি ব্যর্থ হয়েছ, নিজেকে এখন কারাগারের মধ্যে বন্দী পেয়েছ। কিন্তু তোমার হৃদয় যেন বিঘ্ন না পায়”।

যখন আমরা ঈশ্বরের দ্বারা “প্রত্যাখিত” অনুভব করে থাকি, এটা জেনে রাখুন যে তিনি কাউকে হতাশ করেন না। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর প্রতি আপনার হৃদয় যেন বিঘ্ন না পাক। তিনি জানেন প্রত্যেক পরিস্থিতিতে কী করার প্রয়োজন আছে।

যীশু খ্রীষ্টের কারণে বিঘ্ন পাওয়া: বিঘ্নের এক প্রস্তর

যিশাইয় যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ও তাঁকে এক বিঘ্নজনক প্রস্তর ও বাধাজনক পাষাণ বলে উল্লেখ করেছিলেন:

যিশাইয় 8:13-15
13 বাহিনীগণের সদাপ্রভুকেই পবিত্র বলিয়া মান, তিনিই তোমাদের ভয়স্থান হউন, তিনিই তোমাদের ত্রাসভূমি হউন।
14 তাহা হইলে তিনি পবিত্র আশ্রয় হইবেন; কিন্তু ইস্রায়েলের উভয় কুলের জন্য তিনি বিঘ্নজনক প্রস্তর ও বাধাজনক পাষাণ হইবেন, যিরূশালেম-নিবাসীদের জন্য পাশ ও ফাঁদস্বরূপ হইবেন।
15 আর তাহাদের মধ্যে অনেক লোক বিঘ্ন পাইয়া পতিত ও বিনষ্ট হইবে, এবং ফাঁদে বদ্ধ হইয়া ধরা পড়িবে।

যিশাইয় 28:16
এই কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের নিমিত্ত এক প্রস্তর স্থাপন করিলাম; তাহা পরীক্ষাসিদ্ধ প্রস্তর বহুমূল্য কোণের প্রস্তর, অতি দৃঢ়রূপে বসান; যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে, সে চঞ্চল হইবে না।

অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে, উভয় প্রেরিত পৌল রোমীয় পুস্তকে এবং প্রেরিত পিতর ১ পিতর চিঠিতে, যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে যিশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীটি উক্তি করেছেন।

ইহুদী লোকেরা যীশুকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ যখন তিনি এসেছিলেন তিনি তাদের মশীহ হওয়ার প্রত্যাশা অনুযায়ী হন নি। প্রেরিত পৌল যিশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার সম্বন্ধে রোমীয় ৯:৩০-৩৩ পদে লিখেছেন। ইস্রায়েল জাতী যীশু খ্রীষ্টেতে হোঁচট খেয়েছিল কারণ তারা বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিকতা লাভ করতে সক্ষম ছিল না। বরং, তারা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নিজেদের ধার্মিকতা স্থাপন করতে চেয়েছিল।

প্রেরিত পিতর এই কথাটি লিখেছিলেন:

1 পিতর 2:6-8
6 কেননা শাস্ত্রে এই কথা পাওয়া যায়, "দেখ, আমি সিয়োনে কোণের এক মনোনীত মহামূল্য প্রস্তর স্থাপন করি; তাঁহার উপর যে বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত হইবে না।"
7 অতএব তোমরা যাহারা বিশ্বাস করিতেছ, ঐ মহামূল্যতা তোমাদেরই জন্য; কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহাদের জন্য "যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল;"
8 আবারা তাহা হইয়া উঠিল, "ব্যঘাতজনক প্রস্তর ও বিঘ্নজনক পাষাণ।" বাক্যের অবাধ্য হওয়াতে তাহারা ব্যাঘাত পায়, এবং তাহার জন্যই নিযুক্ত হইয়াছিল।

আমরা যারা বিশ্বাস করি, আমাদের কাছে যীশু খ্রীষ্ট হলেন প্রধান কোনের প্রস্তর, এবং তিনি অত্যন্ত মূল্যবান। তবুও কারুর কাছে তিনি হলেন বিঘ্নজনক পাথর ও বাধাজনক পাষাণ।

কারুর কারুর কাছে যীশু খ্রীষ্ট হলেন বিঘ্নজনক এবং তারা তাঁর লোক, মণ্ডলীর উপর প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। অবাক হবেন না যদি লোকেরা আপনাকে যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার জন্য বিঘ্ন দিয়ে থাকে। আপনার মধ্যে খ্রীষ্টের বসবাস করার কারণে লোকেরা বিঘ্ন পেয়ে থাকে। যেমন প্রেরিত পৌল বলেছেন, *"কারণ যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছে ও যাহারা বিনাশ পাইতেছে, উভয়ের কাছে আমরা ঈশ্বরের পক্ষে খ্রীষ্টের সুগন্ধস্বরূপ। এক পক্ষের প্রতি আমরা মৃত্যুমূলক মৃত্যুজনক গন্ধ, অন্য পক্ষের প্রতি জীবনমূলক জীবনদায়ক গন্ধ। আর এই সকলের জন্য উপযুক্ত কে?"* (2 করিন্থীয় 2:15-16)।

মথি 26:31,33 পদে যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর ক্রুশে মৃত্যুর সময়ে বিঘ্ন পাবে: *"তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, এই রাত্রিতে তোমরা সকলে আমাতে বিঘ্ন পাইবে; কেননা লেখা আছে, "আমি পালরক্ষককে আঘাত করিব, তাহাতে পালের মেষেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।"…পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি সকলে আপনাতে বিঘ্ন পায়, আমি কখনও বিঘ্ন পাইব না"।* যদিও পিতর সাহস দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন, তিনিও বিঘ্ন পেয়েছিলেন।

যীশু বেশ কয়েকটি স্থানে তাঁর শিষ্যদের বিঘ্ন পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। যোহন 16:1-2 পদ বিবেচনা করুন: *"এই সকল কথা তোমাদিগকে কহিলাম, যেন তোমরা বিঘ্ন না পাও। লোকে তোমাদিগকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিবে; এমন কি, সময় আসিতেছে, যখন যে কেহ তোমাদিগকে বধ করে, সে মনে করিবে, আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা-বলি উৎসর্গ করিলাম"।*

তাই বিশ্বাসীরা যীশু খ্রীষ্টেতে তাদের বিশ্বাসের কারণে অবশ্যই বিঘ্ন পাবে।

ঈশ্বরের বাক্য ও পবিত্র আত্মার কারণে বিঘ্ন পাওয়া

যিশাইয় 28:9-13
9 'সে কাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে? কাহাকে বার্ত্তা বুঝাইয়া দিবে? কি তাহাদিগকে, যাহারা দুধ ছাড়িয়াছে ও স্তন্যপানে নিবৃত্ত হইয়াছে?
10 কেননা বিধির উপরে বিধি, বিধির উপরে বিধি; পাঁতির উপরে পাঁতি, পাঁতির উপরে পাঁতি; এখানে একটুকু, সেখানে একটুকু।'
11 শুন, তিনি অস্পষ্টবাক্ ওষ্ঠ ও পরভাষা দ্বারা এই লোকদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন,
12 যাহাদিগকে তিনি বলিলেন, 'এই বিশ্রামস্থানে, তোমরা ক্লান্তকে বিশ্রাম দেও, আর এই প্রাণ জুড়াইবার স্থান;' তথাপি তাহারা শুনিতে সম্মত হইল না।

13 সেই জন্য তাহাদের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য 'বিধির উপরে বিধি, বিধির উপরে বিধি; পাঁতির উপরে পাঁতি, পাঁতির উপরে পাঁতি; এখানে একটুকু, সেখানে একটুকু' হইবে; যেন তাহারা গিয়া পশ্চাতে পড়িয়া ভগ্ন হয়, ও ফাঁদে বদ্ধ হইয়া ধরা পড়ে।

অনেক সময়ে লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য, অর্থাৎ ঈশ্বরের সত্য দ্বারা বিঘ্ন পায়। ঈশ্বরের বাক্যের উদ্দেশ্য হল আমাদেরকে গড়ে তোলা, আমাদের জ্ঞান ও বোধশক্তি প্রদান করা। যিশাইয় 28:11-12 পদগুলি পবিত্র আত্মার কাজকে ও পরভাষায় কথা বলার বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন, যেমন প্রেরিত পৌল ১ করিন্থীয় 14:21 পদে উল্লেখ করেছেন। তবুও লোকেরা এটাকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা বিঘ্ন পেয়েছিল, পড়ে গিয়েছিল, হোঁচট খেয়েছিল, এবং ফাঁদে আটকে গিয়েছিল কারণ তারা ঈশ্বরের বাক্য অথবা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

নীচে দেওয়া উপায়ে বিষয়টি একজন বিশ্বাসীর জীবনে দেখতে পাওয়া যায়:

ঈশ্বর যখন আপনার বোধশক্তিকে সীমা পর্যন্ত ঠেলে দেন

অনেকসময়ে আপনি একজন বিশ্বাসী হিসেবে ঈশ্বরের বাক্য ও পবিত্র আত্মার দ্বারা বিঘ্ন পান কারণ এটি আপনার রেফারেন্স ফ্রেমের (চিন্তাভাবনা ও কাঠামো) মধ্যে আসে না। ঈশ্বর আমাদের মনকে বিঘ্ন দিয়ে থাকেন আমাদের হৃদয়কে প্রকাশ করার জন্য। তাই আপনি যখন মনে করছেন যে আপনার ঈশ্বতত্ত্ব মতবাদগুলি সঠিক এবং আপনি পবিত্র আত্মার সাথে একটি সিদ্ধ প্রবাহের মধ্যে রয়েছেন, ঠিক সেই সময়ে এমন একজন ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল যার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য ও আত্মা এমন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যা আপনি কখনই কল্পনা করেননি। এটি আক্ষরিক ভাবে আপনার বোধশক্তিকে নাড়িয়ে দেয়। আপনার সামনে একটা সিদ্ধান্ত এসে পরে। আপনি সেটার দ্বারা বিঘ্ন পেতে পারেন ও সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, অথবা আপনি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ যাচ্ঞা করতে পারেন যা আপনার আত্মিক বোধশক্তিকে, ক্ষমতাকে ও অভিজ্ঞতাকে আরও বড় করে তুলবে। [বিঃদ্রঃ আমরা ভ্রান্ত শিক্ষার কথা বলছি না। যেটা ভ্রান্তজনক সেটাকে অবশ্যই ভ্রান্ত বলা উচিৎ। আমরা সেই বিষয়গুলিকে উলেখ করছি যা ঈশ্বর থেকে, কিন্তু আপনি সেটাতে অভ্যস্ত নন]।

আপনি যে বিষয়টি বুঝতে পারছেন না, সেটার সাথে লড়াই করাটা একটা ভুল পদক্ষেপ হবে। খ্রীষ্টিয় সমাজে আমরা প্রায়ই দেখি যে বিশ্বাসীরা একে অপরের দিকে কাদা ছুঁড়ছে কারণ তারা অন্য একজনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য পবিত্র আত্মার কাজের দ্বারা বিঘ্ন পেয়েছে। তারা ঈশ্বরের বাক্যের ও আত্মার অভিব্যক্তিগুলিকে গ্রহণ করতে পারে না এবং এই কারণে তারা বিঘ্ন পায় এবং সেই বিষয়গুলিকে ছিঁড়ে ফেলে দেয় যা তারা বুঝতে পারে না।

যখন অন্যরা আপনার মধ্যে ঈশ্বরের কাজকে ভুল বুঝে থাকে

দ্বিতীয় যে উপায়ে বিশ্বাসীরা বিঘ্ন পেতে পারে ঈশ্বরের বাক্য পবিত্র আত্মার কারণে যখন যারা আপনার জীবনে ঈশ্বরের কাজকে বুঝতে পারে না, তারা আক্রমণ করে। অনেক সময়ে লোকেরা আক্রমণ করে, বিঘ্ন জন্মায়, উপহাস করে, আপনার নিন্দা করে, এবং আপনাকে বিভিন্ন নামে ডাকে, কারণ তারা আপনার মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যের ও আত্মার কাজটিকে বুঝতে পারে না।

যীশু এটা আমাদের জন্য বীজ বাপকের দৃষ্টান্ততে চিত্রায়িত করেছেন, যখন তিনি সেই বীজের উল্লেখ করেছেন যা পাথুরে ভূমির উপর পড়েছিল। যীশু সেই তাড়নার বিষয়ে বলেছিলেন যা ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা বিঘ্ন পাওয়ার পরিণামে এসে থাকে:

মথি 13:21
পরে সেই বাক্য হেতু ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে সে অমনি বিঘ্ন পায়।

প্রেরিত পৌল এই প্রকারের বিঘ্ন পেয়েছিলেন ছিন্নত্বক হওয়ার পরিবর্তে যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশের কথা প্রচার করার সময়ে:

গালাতীয় 5:11
হে ভ্রাতৃগণ, আমি যদি এখনও ত্বক্‌ছেদ প্রচার করি, তবে আর তাড়না ভোগ করি কেন? তাহা হইলে সুতরাং ক্রুশের বিঘ্ন লুপ্ত হইয়াছে।

যখন ঈশ্বরের বাক্য ও পবিত্র আত্মার পক্ষে দাঁড়ানো জনপ্রিয় নয়

গালাতীয় 1:9-10
9 আমরা পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, তদ্রূপ আমি এখন আবার বলিতেছি, তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ, তাহা ছাড়া আর কোন সুসমাচার যদি কেহ তোমাদের নিকটে প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক।
10 আমি কি এখন মানুষকে লওয়াইতেছি না ঈশ্বরকে? অথবা আমি কি মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছি? যদি এখনও মানুষকে সন্তুষ্ট করিতাম, তবে খ্রীষ্টের দাস হইতাম না।

জনপ্রিয় মতামতগুলিকে রোমীয় ১ অধ্যায়ে এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। লোকেরা···

- ✓ অধার্মিকতায় সত্যকে প্রতিরোধ করে (রোমীয় 1:18)
- ✓ তাদের চিন্তাভাবনায় অসার (রোমীয় 1:21)
- ✓ অবোধ হৃদয় অন্ধকার হয়ে পড়ে (রোমীয় 1:21)
- ✓ নিজেদের বিজ্ঞ বলে, কিন্তু মূর্খতার পরিচয় দেয় (রোমীয় 1:22)
- ✓ মিথ্যার সাথে ঈশ্বরের সত্যকে পরিবর্তন করে (রোমীয় 1:25)
- ✓ ঈশ্বরকে তাদের জ্ঞানে ধারণ করতে ইচ্ছুক নয় (রোমীয় 1:28)
- ✓ অনুচিত ক্রিয়া করিতে ভ্রষ্ট মতিতে সমর্পিত হয় (রোমীয় 1:28)
- ✓ মৃত্যুর যোগ্য বিষয়গুলিকে অভ্যাস করে থাকে (রোমীয় 1:32)
- ✓ এবং যারা মৃত্যুর যোগ্য বিষয়গুলিকে অভ্যাস করে তাদের অনুমোদন করে (রোমীয় 1:32)

আজকে যখন আমরা বিবাহ, যৌনতা, পরিবার, স্বামী অথবা স্ত্রীর ভূমিকা, পিতামাতাকে সমাদর করা, দেশের কর্তৃপক্ষকে সম্মান করা, ঈশ্বরদত্ত নেতৃত্বের অধীনে বশীভূত হওয়া, এবং এই প্রকারের আরও অনেক কিছুর বিষয়ে ঈশ্বর কী বলেন, সেইগুলির জন্য যখন দাঁড়াই, তখন এই জগত আমাদের উপহাস করে। তারা আমাদেরকে অসহিষ্ণু, ঘৃণা বলে আখ্যাত করে। এখানে একজন বিশ্বাসীর কী করণীয়? মণ্ডলীর কীভাবে সাড়া দেওয়া উচিৎ? খ্রীষ্টিয় নেতাদের কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিৎ? মণ্ডলীর কাছে শুধুমাত্র একটি বিকল্প রয়েছে। যেমন পৌল শিখিয়েছেন: *"সেই গৃহ ত জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি"* (1 তীমথিয় 3:15)। মণ্ডলীকে আহূত করা হয়েছে সমাজের মধ্যে সত্যকে তুলে ধরার জন্য। আমরা যাতে বিঘ্ন না পাই, তার জন্য ঈশ্বরের সত্যের সাথে আপস করতে পারি না। আমরা যেন অবশ্যই প্রেমের সাথে সত্য বলে থাকি, এবং সত্যের সাথে যেন আপস না করি। লোকেরা যেমন আমরা তাদের তেমনই ভালোবাসি, কিন্তু তার সাথে সাথে ঈশ্বরের সত্যকে উপস্থাপনা করে থাকি যার মধ্যে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রয়েছে। অনেকে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যকে ও তাঁর আত্মার কাজকে বিঘ্নজনক মনে করে এবং পাল্টা আক্রমণ করে। আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের পক্ষে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

আরও অনেক সুযোগ

বিঘ্ন আসবে। বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের কাছে অনেক সুযোগ আসবে বিঘ্ন পাওয়ার। এই অধ্যায়ে কয়েকটির বিষয়ে সংক্ষেপে আমরা জানিয়েছি। আসল বিষয় হল যে কীভাবে আমরা বিঘ্নগুলিকে সামলাতে পারব যখন সেইগুলি আসবে। মনে রাখবেন যে বিঘ্ন পাওয়ার প্রত্যেকটি সুযোগ হল শয়তানের ফাঁদে পা দেওয়ার একটা সুযোগ। আমরা যেন দৃঢ় ভাবে সুনিশ্চিত হই যে কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা যেন বিঘ্নকে আমাদের জীবনে স্থান না দিই।

চিন্তাভাবনা

1. এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করার সময়ে আপনি কি কোনো বিঘ্ন পেয়েছেন? চিন্তাভাবনা করুন। নীচে দেওয়া বিভিন্ন পরিস্থিতিগুলিতে কীভাবে সামলাবেন?

ক। জগত থেকে যে বিঘ্ন আমরা পেয়ে থাকি।

খ। অসাবধানতার কারণে যে বিঘ্ন আমরা পেয়ে থাকি

গ। কর্তৃপক্ষের দ্বারা যে বিঘ্ন আমরা পেয়ে থাকি

ঘ। ঈশ্বরের দ্বারা যে বিঘ্ন পেয়ে থাকি

ঙ। যীশু খ্রীষ্টের কারণে যে বিঘ্ন আমরা পেয়ে থাকি

চ। ঈশ্বরের বাক্য আত্মার কারণে যে বিঘ্ন আমরা পেয়ে থাকি

3. সিদ্ধান্ত আপনার

বিঘ্নের ঊর্ধ্বে জীবনযাপন করা

হিতোপদেশ 4:23
সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর কেননা তাহা হইতে জীবনের উদগম হয়।

মথি 12:35
ভাল মানুষ ভাল ভাণ্ডার হইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে, এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার হইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে।

আমরা যেন অবশ্যই আমাদের হৃদয়কে, আমাদের অভ্যন্তরীণ মানুষটিকে রক্ষা করি, কারণ আমাদের হৃদয়ের ভীতর থেকেই সেই শক্তি বেরিয়ে আসে যা আমাদের জীবনকে আকার দিয়ে থাকে।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা আমাদের জীবনে প্রকাশ পাবে।

আমরা যদি আমাদের জীবনে যা কিছু হচ্ছে তা পরিবর্তন করতে চাই, তাহলে আমরা হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু সঞ্চয় করছি, সেইগুলিকে পরিবর্তন করতে হবে।

যেমন আমরা লক্ষ্য করেছি, বিঘ্ন হল ফাঁদে পা দেওয়ার অথবা হোঁচট খাওয়ার একটা সুযোগ। এটি আমাদেরকে পাপের পথে চলে যেতে বাধ্য করে। বিভিন্ন প্রকারের পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন প্রকারের মানুষের মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রতি বিঘ্ন আসবে। কিন্তু, সেই বিঘ্ন আমরা হৃদয়ে নেবো কি না, সেট আমাদের সিদ্ধান্ত। আমরা বিঘ্ন না পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারি, অথবা বিঘ্ন পাওয়ার সিদ্ধান্তও নিতে পারি, যখন আমাদের চলার পথে কোনো প্রকারের বিঘ্ন এসে পড়ে।

যে মুহূর্তে আপনি বিঘ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন - কোনো ব্যক্তি এমন কিছু বলছে অথবা করছে যা আপনাকে আঘাত করছে অথবা অপমান করছে, সেই মুহূর্তে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনি সমস্ত কিছুর চেয়ে আপনার হৃদয়কে রক্ষা করতে পারেন এবং এই বিঘ্নকে প্রতিরোধ করতে পারেন। এই বিঘ্নকে আপনার হৃদয়ে স্থিত হওয়া থেকে আটকাতে পারেন। আপনি জানেন যে একটি মন্দ বিষয় সঞ্চয় করলে আপনার জীবনে মন্দ বিষয় উৎপন্ন করবে।

যখন আপনি কোনো বিঘ্নের সম্মুখীন হন, আপনি সেই বিঘ্নের উর্ধ্বে জীবনযাপন করার জন্য বেছে নিতে পারেন। বিঘ্নের উর্ধ্বে জীবন যাপন করার জন্য বেছে নিন। এটাকে গ্রহণ করার জন্য নিজেকে নিচু করবেন না। প্রেমের সবচেয়ে উঁচু স্তরে জীবন যাপন করুন (যা আমরা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করবো)।

প্রেরিত পৌল যা বলেছেন সেটাকে বিবেচনা করুন:

প্রেরিত্ 24:16
আর এ বিষয়ে আমিও ঈশ্বরের ও মনুষ্যের প্রতি বিঘ্নহীন সংবেদ রক্ষা করিতে নিরন্তর যত্ন করিয়া থাকি।

পৌল আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছিলেন ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি বিঘ্ন পাওয়া থেকে তার বিবেককে রক্ষা করা।

"নিরন্তর যত্ন" কথাটি গ্রীক ভাষায় হল 'askeo', যার অর্থ হল প্রশিক্ষণ নেওয়া, অনুশীলনী করা, চাপ নেওয়া, ব্যাথা সহ্য করা, এবং পরিশ্রম করা।

পৌল এখানে যে "বিঘ্ন" শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটা গ্রীক ভাষায় হল 'aproskopos' যেটা 'skandalon' থেকে আলাদা। 'aproskopos' শব্দটির তিনটি অর্থ রয়েছে:

1. বিঘ্ন না দেওয়া, অর্থাৎ কাউকে পাপের মধ্যে না ফেলা
2. বিঘ্ন না পাওয়া, অর্থাৎ নিজে পাপে না পরা, নির্দোষ থাকা
3. পাপমুক্ত বিবেক ও হৃদয়

তাই, পৌল সব প্রকারের প্রচেষ্টা করছিলেন তার বিবেককে পাপমুক্ত রাখার জন্য। তিনি কোনো প্রকারের পাপকে অনুমতি দেননি - পাপ করেননি, অন্যদেরকে পাপ করতে বাধ্য করেননি, এবং পাপযুক্ত বিবেকের অধিনেও বসবাস করেননি - তার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে। তিনি তার হৃদয়কে (এবং তার বিবেককে) স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আমরা বিঘ্নের ঊর্ধ্বে বসবাস করার এবং ঈশ্বরের প্রতি ও মানুষের প্রতি আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার রাখার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারি। এটি সহজ নয়। আমাদেরকে প্রশিক্ষিত করতে হবে, অনুশীলনী করতে হবে, এবং এই কাজ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এইরূপ করাতে পুরস্কার আছে। এই ভাবেই আমরা বিঘ্নের ঊর্ধ্বে জীবন যাপন করতে পারি।

আসুন, আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হৃদয়ের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে আলোচনা করি যা আমাদের বিঘ্নের সাথে সম্মুখীন হওয়ার সময়ে নিতে হবে।

ছেড়ে দেওয়ার গুণ

আদিপুস্তক 50:15-21
15 আর পিতার মৃত্যু হইল দেখিয়া যোষেফের ভ্রাতৃগণ কহিলেন, হয় ত যোষেফ আমাদিগকে ঘৃণা করিবে, আর আমরা তাহার যে সকল অপকার করিয়াছি, তাহার সম্পূর্ণ প্রতিফল আমাদিগকে দিবে।
16 আর তাঁহারা যোষেফের নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে এই আদেশ দিয়াছিলেন,
17 তোমরা যোষেফকে এই কথা বলিও, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমার অপকার করিয়াছে, কিন্তু বিনয় করি, তুমি তাহাদের সেই অধর্ম্ম ও পাপ ক্ষমা কর। অতএব এখন আমরা বিনয় করি, তোমার পিতার ঈশ্বরের এই দাসদের অধর্ম্ম ক্ষমা কর। তাঁহাদের এই কথায় যোষেফ রোদন করিতে লাগিলেন।
18 পরে তাঁহার ভ্রাতৃগণ আপনারা গিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, দেখ, আমরা তোমার দাস।
19 তখন যোষেফ তাঁহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি?
20 তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করিয়াছিলে বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা মঙ্গলের কল্পনা করিলেন; অদ্য যেরূপ দেখিতেছ, এইরূপে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।
21 তোমরা এখন ভীত হইও না, আমিই তোমাদিগকে ও তোমাদের বালক বালিকাগণকে প্রতিপালন করিব। এইরূপে তিনি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন, ও চিত্ততোষক কথা কহিলেন।

যোষেফের কাছে একটা দারুণ সুযোগ ছিল তার ভাইয়দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার যারা অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছিল তার বিরুদ্ধে। ভাইয়েরা অত্যন্ত খারাপ পরিণতির প্রত্যাশা করছিলেন। কিন্তু তবুও আমরা লক্ষ্য করি যে যোষেফের হৃদয়ে তার ভাইয়দের প্রতি কোনো প্রকারের খারাপ চিন্তা, ঘৃণা ও তিক্ততা ছিল না। তিনি অনেক আগেই বিষয়গুলিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি বিষয়গুলিকে একটি বৃহৎ, মহান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন। তিনি সেটাই দেখেছিলেন যা ঈশ্বর দেখেছিলেন।

যোষেফের মতো, আমরা যেন ইচ্ছাকৃত ভাবে সিদ্ধান্ত নিই সেই বিষয়গুলিকে ছেড়ে দেওয়ার যা আমাদের বিঘ্ন দিয়ে থাকে। সেই ব্যক্তি (অথবা ব্যক্তিদের) ছেড়ে দিন যাদের মধ্যে দিয়ে বিঘ্ন এসেছে। যা বলে হয়েছে ও করা হয়েছে সেইগুলিকে ছেড়ে দিন।

ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখুন। আপনার কাছে যদি সমস্ত উত্তর নাও থাকে যে "কেন তারা এটা আমার সাথে করল?" "এই সবকিছু কোন দিকে পরিচালনা করবে?" এবং "কখন তারা উপলব্ধি করবে যে তারা আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে?", তবুও সেইগুলিকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিন। ভরসা করুন যে ঈশ্বর এর মধ্যে থেকে কিছু মহান ও উত্তম কাজ করবেন এবং আপনি এই বিঘ্নকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে দেবেন না। আপনার প্রাধান্য হবে আপনার হৃদয়কে রক্ষা করা এবং তাই আপনাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ছেড়ে দেওয়ার। বিঘ্ন না পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিন।

ঈশ্বর আপনার ন্যায় করুন

রোমীয় 12:17-21
17 মন্দের পরিশোধে কাহারও মন্দ করিও না; সকল মনুষ্যের দৃষ্টিতে যাহা উত্তম, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাই কর।
18 যদি সাধ্য হয়, তোমাদের যত দূর হাত থাকে, মনুষ্যমাত্রের সহিত শান্তিতে থাক।
19 হে প্রিয়েরা, তোমরা আপনারা প্রতিশোধ লইও না, বরং ক্রোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দেও, কারণ লেখা আছে, "প্রতিশোধ লওয়া আমারই কর্ম্ম, আমিই প্রতিফল দিব, ইহা প্রভু বলেন।"
20 বরং "তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাহাকে ভোজন করাও; যদি সে পিপাসিত হয়, তাহাকে পান করাও; কেননা তাহা করিলে তুমি তাহার মস্তকে জ্বলন্ত অঙ্গারের রাশি করিয়া রাখিবে।"
21 তুমি মন্দের দ্বারা পরাজিত হইও না, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজয় কর।

রোমীয় 12:17-21 পদে যে নির্দেশগুলি দেওয়া হয়েছে, সেইগুলি যদি অনুসরণ করি, তাহলে বিঘ্ন পাওয়ার সময়ে, আমরা এইগুলি করবো:

- ✓ আমাদের যারা বিঘ্ন দেয়, তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করে তাদের বিঘ্ন দিই না।
- ✓ যে ব্যক্তি আমাদের বিঘ্ন জন্মিয়েছে, তাদের সাথে শান্তিতে জীবন যাপন করার জন্য বেছে নিই।
- ✓ যে ব্যক্তি আমাদের বিঘ্ন জন্মিয়েছে, তাদের মঙ্গল করি ও আশীর্বাদ করি।

যখন আমরা এইগুলি করি, তখন আমরা আমাদের পথ থেকে সরে এসে ঈশ্বরকে অনুমতি দিই আমাদের হয়ে ন্যায়বিচার করতে। তিনি ন্যায়বচারক, যিনি আমাদের হৃদয় দেখেন ও আমাদের উদ্দেশ্যগুলিকে জানেন। তিনি আমাদের সাথে ন্যায় করবেন যদি আমরা সবকিছু তাঁর হাতে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিই।

যীশু ঠিক এই উদাহরণটি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন:

1 পিতর 2:23
তিনি নিন্দিত হইলে প্রতিনিন্দা করিতেন না; দুঃখভোগ কালে তর্জ্জন করিতেন না, কিন্তু যিনি ন্যায় অনুসারে বিচার করেন, তাঁহার উপর ভার রাখিতেন।

আপনার হৃদয়ে অহংকার যেন কর্তৃত্ব না করে

যে কারণে আমরা আমাদের আঘাতগুলিকে ধরে থাকি কারণ আমাদের আত্ম-সম্মান আঘাত পায়।

মথি 11:28-30
28 হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।
29 আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে।
30 কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।

যীশু বলেছেন যে তিনি নম্রতা ও মৃদুতায় গমনাগমন করেছিলেন। আমরা যেন তাঁর থেকে শিক্ষালাভ করি এবং তাঁকে অনুসরণ করি।

যখন আমরা যীশুর মতো চলাফেরা করি, নম্র হই, তখন আমরা বিঘ্ন পাই না।

যীশুর বলা এই দৃষ্টান্তটি বিবেচনা করুন:

লূক 14:7-11
7 আর নিমন্ত্রিত লোকেরা কিরূপে প্রধান প্রধান আসন মনোনীত করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদিগকে একটী দৃষ্টান্ত কহিলেন;
8 তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, যখন কেহ তোমাকে বিবাহভোজে নিমন্ত্রণ করে, তখন প্রধান আসনে বসিও না; কি জানি, তোমা হইতে অধিক সম্মানিত আর কোন লোক তাহার দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছে,
9 আর যে ব্যক্তি তোমাকে ও তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে আসিয়া তোমাকে বলিবে, ইহাঁকে স্থান দেও; আর তখন তুমি লজ্জিত হইয়া নিম্নতম স্থান গ্রহণ করিতে যাইবে।
10 কিন্তু তুমি যখন নিমন্ত্রিত হও তখন নিম্নতম স্থানে গিয়া বসিও; তাহাতে যে ব্যক্তি তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে যখন আসিবে, তোমাকে বলিবে, বন্ধু, উচ্চতর স্থানে গিয়া বস; তখন যাহারা তোমার সহিত বসিয়া আছে, সেই সকলের সাক্ষাতে তোমার গৌরব হইবে।
11 কেননা যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে, আর যে কেহ আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।

প্রভু যীশু আমাদের শেখাচ্ছেন ইচ্ছাকৃত ভাবে নম্রতায় ও মৃদুতায় গমনাগমন করতে। এমন ভাবে গমনাগমন করুন যাতে আপনি বিঘ্ন না পান। যখন আপনি নম্র থাকেন, তখন আপনাকে কেউ আরও নিচুতে ঠেলে দিতে পারে না! তাদের কাছে আর সুযোগই নেই আপনাকে বিঘ্ন দেওয়ার। আপনাকে যদি নীচে নেমে যেতে বলা হয় তাহলে আপনার হৃদয় সেই স্থানের চেয়েও নিচু স্থানে রয়েছে। আপনি বিঘ্ন পেতে পারেন না।

খ্রীষ্টিয় নেতা হিসেবে আমাদের জন্য বিঘ্ন পাওয়া অত্যন্ত সহজ, যখন আমাদের অহং আঘাত পায়। আমরা আশা করি যে লোকেরা আমাদের পদবী ধরে ডাকবে, এবং যখন কেউ করে না, তখন আমরা বিঘ্ন পাই। আমরা আশা করি যে আমাদেরকে সামনে আমন্ত্রণ করা হবে এবং সভাতে সবচেয়ে ভাল আসন দেওয়া হবে, এবং যখন সেটা হয় না তখন আমরা বিঘ্ন পাই। আমরা চাই যে আমাদের সকল সাফল্যগুলিকে লোকে ঘোষণা করুক, এবং যখন সেটা ঘটে না তখন আমরা বিঘ্ন পাই। এই বিঘ্নগুলি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসে কারণ আমাদের হৃদয়কে অহংকারের হাতে কর্তৃত্ব হতে ছেড়ে দিই। এটা না করে আমরা যদি যীশুর মতো একটি নম্র হৃদয় নিয়ে গমনাগমন করি, তাহলে আমাদের সাথে উৎকৃষ্ট আচরণের কোনো প্রত্যাশাই থাকবে না, এবং তাহলে বিঘ্ন পাওয়ার কোনো সুযোগই থাকবে না।

দুটি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ হৃদয়ের সিদ্ধান্ত যা আমাদের নেওয়া উচিৎ:
১। একটি বিঘ্ন পাওয়া হৃদয় থেকে যেন আমরা কোনো কাজ না করি, এবং
২। প্রেমেতে চলার সিদ্ধান্ত নিই। এই দুটি বিষয়কে আমরা পরের দুটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

চিন্তাভাবনা

1. আমাদের হৃদয়কে বিঘ্ন পাওয়া থেকে আটকানো কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ?
2. আপনি কি বিঘ্নগুলিকে ছেড়ে দিয়েছেন? আপনাকে কি প্রার্থনা করার প্রয়োজন আছে এবং আপনার হৃদয়কে সেই বিঘ্নগুলি থেকে পরিষ্কার করার জন্য ঈশ্বরকে বলার প্রয়োজন আছে, যা আপনি হয়ত ধরে রেখেছেন?
3. যখন আপনি বিঘ্ন পাবেন, তখন এইগুলি করুন। প্রথম তিনটি "প্রথম প্রতিক্রিয়া" পর্যালোচনা করুন যখন আপনি বিঘ্ন পাবেন, যেমন রোমীয় ১২:১৭-২১ পদে লেখা আছে।
4. কীভাবে আপনি ইচ্ছাকৃত ভাবে যীশুর মতো একটি "নম্র ও মৃদু হৃদয়" রাখতে পারেন, যাতে আপনার অহং কোনো কিছুর দ্বারা আঘাত না পায়, এবং সেই কারণে বিঘ্ন পাওয়ারও কিছুই থাকবে না?

4. বিঘ্ন পাওয়া অবস্থা থেকে কোনো পদক্ষেপ নেবেন না

এর আগের অধ্যায়ে, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ হৃদয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম, যা আমাদের বিঘ্ন পাওয়ার সময়ে নেওয়া উচিৎ:

1. ছেড়ে দিন
2. রোমীয় ১২:১৭-২১ পদগুলি অনুযায়ী সাড়া দিন এবং ঈশ্বরকে ন্যায়বিচার করতে দিন
3. অহংকারকে আপনার হৃদয়কে কর্তৃত্ব করতে দেবেন না

এই অধায়্যটি হৃদয়ের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিয়ে আলোচনা করে, যখন আমরা বিঘ্নের সম্মুখীন করে থাকি। এটার জন্য প্রয়োজন আত্ম-সংযম।

দুটি বিঘ্ন কখনই কাউকে ঠিক করবে না

উপদেশক 10:4
যদ্যপি তোমার উপরে শাসনকর্ত্তার মনে বিরুদ্ধ ভাব জন্মে, তথাপি তোমার স্থান ছাড়িও না, কেননা শান্তভাব বড় বড় পাপ ক্ষান্ত করে।

বর্তমান সময়ের একটি দৃশ্যকে কল্পনা করুন। ধরুন আপনি কর্মক্ষেত্রে গণ্ডগোল করেছেন। হতে পারে একটি ছোট বিষয় অথবা কাজ করতে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন অথবা কোনো গুরুতর সমস্যা করে বসেছেন। আপনার কর্মকর্তা আপনার উপর রেগে গিয়েছেন। তিনি তার অসন্তোষ কয়েকটি খারাপ কথা যুক্ত ইমেইলের মধ্যে দিয়ে আপনাকে জানিয়েছেন, দেখা হলে খারাপ কথা বলেছেন, খুব কম রেটিং দিয়েছেন, এবং উন্নতির জন্য অনুমোদন দিতে অস্বীকার করেছেন। অবশ্যই আপনি তার প্রতিক্রিয়া দ্বারা বিঘ্ন পাবেন। আপনার মনে হবে তিনি একটু বেশীই প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন। আপনি কাজ ছেড়ে দিতে চান, বেরিয়ে আসতে চান, প্রতিবাদ করতে চান। আপনি তাকে জানাতে চান যে তিনি আপনার সাথে যা কিছু করেছেন সেই সবকিছু পাওয়ার আপনি যোগ্য নন। অপর দিকে শাস্ত্র আপনাকে উৎসাহিত করে "তথাপি তোমার স্থান ছাড়িও না"। বিঘ্ন পাওয়ার অনুভূতি থেকে কোনো পদক্ষেপ নেবেন না। ঠাণ্ডা থাকুন, নম্র থাকুন, বশীভূত থাকুন, এবং আপনার এমনই পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখলে বিষয়গুলিও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

একটি বিঘ্ন পাওয়া হৃদয় হল একটি আহত হৃদয়

একটি বিঘ্ন পাওয়া হৃদয় হল একটি আহত হৃদয়। ভিতরে অনেক আঘাত রয়েছে। মনোবল "চূর্ণ বিচূর্ণ" হয়ে গিয়েছে।

হিতোপদেশ 17:22
সানন্দ হৃদয় স্বাস্থ্যজনক; কিন্তু ভগ্ন আত্মা অস্থি শুষ্ক করে।

একটি ভগ্ন আত্মা অস্থি শুষ্ক করে দেয়। এর অর্থ একটি ভগ্ন আত্মা "আপনার মধ্যে থেকে জীবনের নির্যাসকে শুষে নেয়", আপনাকে খালি করে দেয় এবং আপনাকে ভেঙ্গে ফেলে।

হিতোপদেশ 18:14
মানুষের আত্মা তাহার পীড়া সহিতে পারে, কিন্তু ভগ্ন আত্মা কে বহন করিতে পারে?

আমাদের অভ্যন্তরীণ মানুষটি আমাদেরকে কঠিন সময়ের মধ্যেও ধরে রাখে, এমনকি অসুস্থতার সময়েও। কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ মানুষটি যদি আঘাত পায়, আহত হয়, ও ভেঙ্গে যায়, তাহলে সেই ব্যক্তির কাছে সেটা থাকে না যেটা প্রতিকূল সময়েও তাকে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন।

তাই, আমরা যদি বিঘ্নগুলিকে গ্রহণ করি ও আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে দিই, তাহলে বাস্তবে আমরা একটা দুর্বল স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমাদের শক্তিশালী স্থানে নয়। আমরা সবকিছুর নিম্নে রয়েছি এবং আমাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করছি না। সেই সময়ে আমরা ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা রাখি। আমরা প্রায়ই আমাদের বিঘ্ন দ্বারা অন্ধ হয়ে যাই। আমাদের বিচার করার ক্ষমতা আমাদের আঘাতগুলি দ্বারা ধোঁয়াশা ও অস্পষ্ট হয়ে যায়।

যখন আমরা আঘাত পাওয়া অবস্থা থেকে কাজ করি, তখন আমরা অন্যদেরকে আঘাত করার প্রবণতা রাখি। আঘাত প্রাপ্ত লোকেরা অন্যদের আঘাত দিয়ে থাকে। অনেকসময়ে নিজেকে প্রতিরক্ষা করার জন্য করে থাকি, কিন্তু আমরা আমাদের কাছের মানুষদেরকেই আঘাত করে থাকি।

তাই, কোনো বিঘ্নকে গ্রহণ না করাই সর্বোত্তম। কিন্তু, যদি কোনো ভাবে আপনি বিঘ্ন পেয়ে থাকেন, তখন আত্ম-সংযম অভ্যাস করুন, এবং একটি আঘাত প্রাপ্ত হৃদয় থেকে কাজ করার জন্য বেছে নেবেন না। ঈশ্বরকে সেটা সুস্থ করতে দিন এবং আপনাকে সাহায্য করতে দিন যাতে আপনি ছেড়ে দিতে পারেন, ক্ষমা করতে পারেন, আপনার হৃদয়কে সকল বিঘ্ন থেকে পরিষ্কার করতে পারেন। তারপর এগিয়ে চলুন।

বিঘ্ন তিক্ততার জন্ম দেয়

আমরা যদি দ্রুত আমাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকা বিঘ্নগুলির সাথে মোকাবিলা না করি, তাহলে এটি আমাদের মধ্যে নেতিবাচক আবেগের জন্ম দেবে, যেমন তিক্ততা, ক্ষমাহীনতা, ক্রোধ, এবং ঘৃণা। আমরা সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিক্ত হয়ে পড়ি যারা আমাদের আঘাত করে থাকে।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিক্ততা কেমন অনুভূতি দেয়?

ইব্রীয় 12:14-15
14 সকলের সহিত শান্তির অনুধাবন কর, এবং যাহা ব্যতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না, সেই পবিত্রতার অনুধাবন কর; সাবধান হইয়া দেখ, পাছে কেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয়;
15 পাছে তিক্ততার কোন মূল অঙ্কুরিত হইয়া তোমাদিগকে উৎপীড়িত করে, এবং ইহাতে অধিকাংশ লোক দূষিত হয়

তিক্ততা একটি শিকড়ের মতো, যেটাকে যদি কেটে না ফেলি, তাহলে বৃদ্ধি পাবে ও আমাদের জন্য সমস্যা তৈরি করবে - সব প্রকারের সমস্যা। এটি আমাদের মধ্যে দিয়ে অন্যদেরকে প্রভাবিত করবে, এবং আমরা যা অনুভব করছি, সেটা তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে। যদি কেটে না ফেলি, তাহলে তিক্ততা সংক্রামিত হতে পারে। আমাদের মতো অন্যেরাও তিক্ত হয়ে ওঠে।

ইব্রীয় 12:15 পদে তিক্ততা সম্বন্ধে যে সাবধানতা দেওয়া আছে, আশ্চর্য ভাবে ঠিক তার আগেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে পড়ে না যাওয়ার সতর্ক বার্তা দেওয়া আছে। ঈশ্বর হলেন প্রচুর পরিমাণে অনুগ্রহের ঈশ্বর। তাঁর কাছে সর্বদা উপচে পড়া, অপরিমেয় অনুগ্রহ উপলব্ধ আছে আমাদের সবার জন্য। কিন্তু, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিক্ততার কারণে ঈশ্বরের কাজকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হতে পারি, যা তিনি আমাদের মধ্যে ও আমাদের দ্বারা করতে পারেন।

যদি নজর না রাখি, তাহলে তিক্ততা ক্ষমাহীনতার দিকে নিয়ে যেতে পারে যা আমাদের বিশ্বাসকে প্রতিরোধ করে (মার্ক 11:22-25)।

যদি নজর না রাখি, তাহলে তিক্ততা ঘৃণার দিকে নিয়ে যেতে পারে। ঘৃণা অন্ধ করে দেয় (1 যোহন 2:9,11)। যারা অন্ধকারের মধ্যে থাকে, তাদের মতো হাতড়ে বেড়াই, মনে হয় যে কোথাও যাচ্ছি, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি সেটা জানতে পারি না কারণ আমরা ঘৃণার দ্বারা অন্ধ হয়ে থাকি।

ঘৃণা করা হল হত্যা করার সমান (1 যোহন 3:15)। যখন আমরা তিক্ততার অবস্থান থেকে কাজ করে থাকি তখন প্রায়ই আমরা হত্যা করার পথ খুঁজে নিই। আমরা সেই ব্যক্তির চরিত্র, সম্মান, মর্যাদাকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করি না, যারা আমাদের আঘাত করে থাকে। অনেকসময়ে আমরা এটা অনেক মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ করে থাকি। আমরা বলি "সবাই এমন"। একটা বিঘ্ন, যা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, তিক্ততার জন্ম দেয় যা সকলের প্রতি একটা ঘৃণার দিকে নিয়ে যায়।

এই প্রকারের নেতিবাচক আবেগ শুধুমাত্র সমস্যা নিয়ে আসবে ও আগামী দিনগুলিতে আমাদের ধ্বংস করবে, যদি সেইগুলিকে আমাদের হৃদয় থেকে দূর না করি।

আপনার বিঘ্নকে সকলের কাছে ছরাবেন না

যেমন ইব্রীয় 12:15 পদে লেখা আছে, তিক্ততাকে যদি না আতকানহয়, তাহলে সেটা আমাদের হৃদয় থেকে উপচে আমাদের চারিপাশের মানুষদের হৃদয়ে প্রবেশ করবে।

যখন আমরা আঘাত পাওয়া অবস্থা থেকে কাজ করি তখন আমরা বিঘ্নজনক অনুভূতিগুলিকে অন্যান্য লোকেদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে থাকি। তাদের চিন্তাভাবনা, যুক্তিতর্ক, ও দৃষ্টিকোণ আমাদের বলা বিষয়গুলির দ্বারা অস্পষ্ট হয়ে যায়।

রোমীয় 16:17
ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা যে শিক্ষা পাইয়াছ, তাহার বিপরীতে যাহারা দলাদলি ও বিঘ্ন জন্মায়, তাহাদিগকে চিনিয়া রাখ ও তাহাদের হইতে দূরে থাক।

বিঘ্ন না দেওয়ার অথবা বাধা সৃষ্টি না করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন

রোমীয় 14:10,13
10 কিন্তু তুমি কেন তোমার ভ্রাতার বিচার কর? কেনই বা তুমি তোমার ভ্রাতাকে তুচ্ছ কর? আমরা সকলেই ত ঈশ্বরের বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইব।
13 অতএব, আইস, আমরা পরস্পর কেহ কাহারও বিচার আর না করি, বরং তোমরা এই বিচার কর যে, ভ্রাতার ব্যাঘাতজনক কি বিঘ্নজনক কিছু রাখা অকর্ত্তব্য।

রোমীয় 14 অধ্যায়ে, পৌল বলেছেন যে বিভিন্ন বিশ্বাসীরা খাবার, বিশেষ দিন, ইত্যাদির মতো বিষয়গুলিকে ভিন্ন ভাবে দেখতে পারে। তারপর তিনি আমাদেরকে বিশ্বাসী হিসেবে শিক্ষা দিয়েছেন যে আমরা যেন পরস্পরকে এই বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে বিচার না করি। আমাদের প্রত্যেকে যেন আমাদের মনের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিত হতে পারি এবং যেন জানতে পারি যে একদিন সবকিছুর হিসাব প্রভুকে দিতে হবে। কিন্তু, যদিও আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি, তথাপি আমাদের সাবধান থাকতে হবে যাতে আমরা বিঘ্নের কারণ না হই, অথবা এমন কিচু না করি যার ফলে একজন বিশ্বাসী হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়।

রোমীয় 14:13 পদে, "ব্যাঘাতজনক" কথাটি গ্রীক ভাষায় হল 'proskomma' যার অর্থ হল "একটি বাধা যার উপর পা ধাক্কা লাগে"। "বিঘ্নজনক" কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'skandalon', যেটার বিষয়ে আমরা আগেই দেখেছি।

বিশ্বাসী হিসেবে আমরা যেন পরস্পরকে বাধা না দিই অথবা বিঘ্ন না জন্মাই।

আমরা তখনই পরস্পরকে বিঘ্ন দিয়ে থাকি যখন আমরা প্রভুর স্থান নিতে চাই ও সামান্য বিষয়গুলি নিয়ে তাদের বিচার করা শুরু করি (রোমীয় 14:4) এবং যেখানে প্রভু স্বয়ং আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ও তাঁর প্রতি জবাবদিহি থাকার জন্য (রোমীয় 14:12)।

যখন আমরা নিচু চোখে দেখি, অবহেলা করি, মনে করি যে আমরা ভাল, এবং অন্যদের সাথে এমন ভাবে আচরণ করি যেন তারা কিছুই নয়, তখন আমরা পরস্পরকে বিঘ্ন দিয়ে থাকি।

এই সবকিছু বলার পরেও, আমাদেরকে ইচ্ছাকৃত ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে আমরা বিঘ্নকে হৃদয়ের মধ্যে স্থান না দিই এবং বিঘ্ন পাওয়া অবস্থা থেকে যেন কাজ না করি।

চিন্তাভাবনা

1. একটি বিঘ্ন পাওয়া হৃদয় হল আঘাত পাওয়া হৃদয়। বিঘ্নকে ধরে রাখা কীভাবে আমাদেরকে ব্যক্তিগত ভাবে প্রভাবিত করে?
2. বিঘ্ন পাওয়া থেকে কী কী নেতিবাচক আবেগ ও অনুভূতি জন্ম নেয়? এইগুলি কীভাবে আমাদের ও আমাদের চারিপাশের মানুষদের প্রভাবিত করে?
3. রোমীয় 14:10,13 পদগুলি অনুযায়ী, কোন দুটি বিষয়ে আমরা যেন নিযুক্ত না হই যাতে আমরা অন্যদেরকে বিঘ্ন না দেওয়ার ব্যাপারে সুনিশ্চিত করতে পারি?

5. প্রেম আমাদের স্বাধীন করে

আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা আলোচনা করেছি চারটি হৃদয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে যা আমাদের নেওয়া দরকার বিঘ্নের সাথে সম্মুখীন হওয়ার সময়ে:

1. ছেড়ে দিন
2. রোমীয় 12:17-21 পদ অনুযায়ী সাড়া দিন এবং ঈশ্বরকে আপনার ন্যায়বিচার করতে দিন।
3. অহংকারকে আপনার হৃদয়কে কর্তৃত্ব করতে দেবেন না।
4. বিঘ্ন পাওয়া অবস্থা থেকে কোনো পদক্ষেপ নেবেন না।

এই অধ্যায়টি পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ হৃদয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করে, যা আমরা বিঘ্ন পাওয়ার সময়ে নিতে পারি। আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে সিদ্ধান্ত নিই প্রেমেতে চলার জন্য। প্রেম আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার রাখে ও স্বাধীন করে।

প্রেম আপনার হৃদয়কে পরিষ্কার করে

1 যোহন 2:10
যে আপন ভ্রাতাকে প্রেম করে, সে জ্যোতিতে থাকে, এবং তাহার অন্তরে বিঘ্নের কারণ নাই।

বিঘ্ন পাওয়ার সবচেয়ে বড় ঔষধ হল ঈশ্বরের প্রেম যা আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়।

যখন আমরা বিঘ্ন পাই, অপমানিত হই, ও রেগে যাই, তখন আমরা সেটার ব্যাথা অনুভব করি। কিন্তু সেই মুহূর্তে, আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে আমন্ত্রণ জানাই যা আমাদের হৃদয়ে তাঁর আত্মা দ্বারা ঢেলে দিয়েছেন (রোমীয় 5:5), যাতে সেটা আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সেই ব্যক্তির কাছে পৌঁছোয় যে আমাদের আঘাত করেছে।

যখন আমরা এটা করার সিদ্ধান্ত নিই, এবং একটি প্রেমের হৃদয় বজায় রাখি, তখন আমরা জ্যোতিতে বসবাস করি। ঈশ্বরের জ্যোতি আমাদের সত্ত্বাকে পরিপূর্ণ করে। আমাদের হৃদয় স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও স্বাধীন থাকে। বিঘ্ন ('skandalon') আমাদের মধ্যে কোনো স্থান পায় না। কোনো কিছুই নেই যা আমাদের ফাঁদে ফেলতে পারে অথবা হোঁচট খাওয়াতে পারে। প্রেম বিঘ্নকে কোনো সুযোগ অথবা স্থান দেয় না। প্রেম ও বিঘ্ন একসঙ্গে বসবাস করতে পারে না।

আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমের সাথে, আমরা সেই লোকেদের প্রতি ক্ষমা ও আশীর্বাদ প্রদান করি যারা আমাদের বিঘ্ন দিয়ে থাকে।

এখন আমরা সেই ব্যক্তির সাথে হৃদয়ের প্রেম নিয়ে কথা বলতে পারি যে আমাদের বিঘ্ন দিয়ে থাকে। আমরা দেখিয়ে দিতে পারি যে তারা কোন কাজটি করেছে যা আমাদের আঘাত করেছে। এবং কোনো রাগের, আহত, প্রতিশোধ অথবা খারাপ উদ্দেশ্য যুক্ত অনুভূতি ছাড়াই এটা আমরা করতে পারি। আমরা এটা প্রেমের সাথে ও ক্ষমা করার মানসিকতার সাথে করতে পারি।

প্রেম সব বিষয়কে জয় করে

হিতোপদেশ 10:12
দ্বেষ বিবাদের উত্তেজক, কিন্তু প্রেম সমস্ত অধর্ম্ম আচ্ছাদন করে।

হিতোপদেশ 17:9
যে অধর্ম্ম আচ্ছাদন করে, সে প্রেমের অন্বেষণ করে; কিন্তু যে পুনঃ পুনঃ এক কথা বলে, সে মিত্রভেদ জন্মায়।

যখন আমরা বিঘ্নের মুখেও প্রেমেতে চলি, তখন আমরা আমাদের বিঘ্ন প্রদানকারীর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করি না। আমরা তাদের ভুলগুলিকে অথবা তারা যা কিছু বেঠিক করেছে, যা আমাদের আঘাত করেছে, সেইগুলিকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করি।

অন্যান্য লোকেদের কাছে তাদের বিষয়ে আমরা কী বলে থাকি, সেই বিষয়ে সাবধান থাকি। আমরা বিষয়টিকে এমন ভাবে পুনরাবৃত্তি করতে অরাজি হয় যা তাদের প্রকৃত রূপকে বিকৃত করে, অথবা ছোট করে। আমরা সতর্ক থাকি যাতে আমাদের কথা তাদের মধ্যে যেন কোনো বিভেদ সৃষ্টি না করে।

এটাই সেই প্রেম যা সবকিছুকে জয় করে। এটাই সেই প্রেম যা প্রত্যেক বিঘ্নের উপরে জয়ী হয়। এটাই সেই প্রেম যা সকল ফাঁদ ও হোঁচট খাওয়ার পাথরগুলির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়।

প্রেম করুন, যাই হয়ে যাক না কেন

1 যোহন 4:11
প্রিয়তমেরা, ঈশ্বর যখন আমাদিগকে এমন প্রেম করিয়াছেন, তখন আমরাও পরস্পর প্রেম করিতে বাধ্য।

বিঘ্ন পাওয়ার সময়ে ঈশ্বরের প্রেম দিয়ে প্রেম করা কোনো ছোট কাজ নয়। অনেক কারণই থাকতে পারে যে কেন আমাদের বিঘ্ন প্রদানকারীরা এই প্রকারের সাড়া পাওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু তখনই আমরা নিজেদেরকে স্মরণ করাই যে ঈশ্বর যদি আমাদের প্রেম করেন, যা পরিমাপ করা যায় না ও বর্ণনা করা যায় না, তখন আমাদের কাছে আর কোনো বিকল্প থাকে না, কিন্তু আমাদের বিঘ্ন প্রদানকারিদেরকেও একই ভাবে ভালোবাসি। যাই হোক না কেন, যারা আমাদের আঘাত দিয়ে থাকে তাদেরকে আমরা প্রেম করি।

শুধু বাক্যে নয়, কিন্তু কাজের মধ্যে দিয়ে প্রেম প্রকাশ করা

1 যোহন 3:18
বৎসেরা, আইস, আমরা বাক্যে কিম্বা জিহ্বাতে নয়, কিন্তু কার্য্যে ও সত্যে প্রেম করি।

রোমীয় 12:9
প্রেম নিষ্কপট হউক…

এটা এমন কিছু নয় যা আমরা বুদ্ধিগত ভাবে অথবা পুঁথিগত ভাবে বলে থাকি, কিন্তু এমন একটা বিষয় যা আমাদের বাস্তব জীবনে করে থাকি। আমাদের প্রেম প্রকৃত। সত্য। বাস্তব। এটি আমাদের হৃদয় থেকে প্রবাহিত হয়। এটি অতীতকে মুছে ফেলে। এটি বিঘ্ন প্রদানকারীকে তাদের দোষ থেকে মুক্ত করে। এইভাবেই আমরা জীবন যাপন করি।

প্রেম শুধুমাত্র আমাদের বিঘ্ন দানকারীদের মুক্ত করে না, এটি আমাদেরকেও মুক্ত করে। আমরাও স্বচ্ছ ও স্বাধীন হই।

প্রেম আমাদের স্বাধীন করে বিঘ্নের উর্ধ্বে জীবন যাপন করার জন্য। সর্বদা বিঘ্নের উর্ধ্বে জীবন যাপন করুন। সর্বদা প্রেমে জীবন যাপন করুন।

চিন্তাভাবনা

1. এমন কেউ আছে (অথবা লোকেরা) যারা আপনাকে বিঘ্ন দিয়েছে, এবং যাদেরকে প্রেমেতে মুক্ত করার প্রয়োজন আছে? কিছুক্ষণ সময় নিয়ে এই অধ্যায়টি পড়ুন এবং প্রত্যেকটি প্রেম যুক্ত পদক্ষেপগুলি সেই ব্যক্তির (অথবা ব্যক্তিদের) প্রতি প্রদর্শন করুন।

অল পিপলস্ চার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করুন

অল পিপলস্ চার্চ একটি স্থানীয় মণ্ডলী রূপে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচর্যা করে থাকে, বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে, যেখানে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কেন্দ্র করি (ক) নেতাদের শক্তিযুক্ত করা, (খ) পরিচর্যার জন্য যুবক-যুবতীদের তৈরি করা এবং (গ) খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা। যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার, এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য অধিবেশন সমস্ত বছর জুড়ে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েক হাজার পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে বিশ্বাসীদের বাক্যে ও আত্মায় তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

আমরা আপনাকে আর্থিক ভাবে অংশীদারিত্ব করার জন্য আহ্বান জানাই। আপনারা আমাদের একবার দান করতে পারেন অথবা মাসিক ভাবে অর্থ দান করে সাহায্য করতে পারেন। আপনারা যে পরিমাণের অর্থ আমাদের পাঠান, সেটা সমগ্র দেশ জুড়ে পরিচর্যা কাজে ব্যবহৃত হবে ও আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার সাহায্যের জন্য।

আপনারা আপনাদের উপহার এই নামে চেক/ব্যাংক ড্রাফটের দ্বারা পাঠাতে পারেন “All Peoples Church, Bangalore” এবং আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। অথবা, আপনি সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দান করতে পারেন। আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নিচে দেওয়া হল:

Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন: অল পিপলস্ চার্চ শুধুমাত্র কোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকেই অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যখন আপনি দান করছেন, যদি চান, তাহলে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যে আমাদের পরিচর্যার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আপনি দান করছেন। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: ***apcwo.org/give***

এ ছাড়াও, আমাদের জন্য ও আমাদের পরিচর্যার জন্য যখনই সম্ভব, প্রার্থনা করতে স্মরণে রাখবেন।
ধন্যবাদ ও ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

বিনামূল্যে যে পুস্তকগুলি উপলব্ধ আছে

A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don't Compromise Your Calling*
Don't Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God's Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God's Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
Offenses—Don't Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God's Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
The Conquest of the Mind
The Father's Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner's Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

উপরের পুস্তকগুলির PDF সংস্করণ বিনামূল্যে চার্চের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন: **apcwo.org/books** এই পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষাতেও উপলব্ধ। আপনার বিনামূল্যে পুস্তকটি লাভ করার জন্য, এই ইমেইল ঠিকানায় লিখুন:

bookrequest@apcwo.org

* শুধুমাত্র PDF সংস্করণ উপলব্ধ।

এ ছাড়াও, বিনামূল্যে অডিও ও ভিডিও-তে প্রচার শোনার জন্য, প্রচারের টীকা, এবং আরও অন্যান্য উপাদান লাভ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/sermons**

একটি সপ্তাহান্তিক স্কুলে অংশগ্রহণ করুন

বেঙ্গালুরু শহরে আয়োজিত সপ্তাহান্তিক স্কুলের উদ্দেশ্য হল বিশ্বাসীদের জীবন ও পরিচর্যার নির্দিষ্ট দিকে তৈরি করা ও প্রশিক্ষিত করা। এই ক্লাসগুলি সুবিধা অনুযায়ী রবিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই সপ্তাহান্তর স্কুল অন্যান্য মণ্ডলী ও ডিনোমিনেশনের প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে, বিশেষ করে যারা প্রশিক্ষিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। নিচে কয়েকটি সপ্তাহান্তিক স্কুলের তালিকা দেওয়া হল যা বর্তমানে আয়োজিত করা হচ্ছে।

ভাববাণী পরিচর্যার সপ্তাহান্তিক স্কুল
আরোগ্যদান ও মন্দ আত্মা থেকে মুক্ত করার সপ্তাহান্তিক স্কুল
আত্মার বরদান সপ্তাহান্তিক স্কুল
প্রার্থনা ও মধ্যস্ততার সপ্তাহান্তিক স্কুল
অন্তরের সম্পূর্ণতা লাভের সপ্তাহান্তিক স্কুল
জীবনশৈলী দ্বারা সুসমাচার প্রচারের সপ্তাহান্তিক স্কুল
কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বর সপ্তাহান্তিক স্কুল
আরবান মিশন ও মণ্ডলী স্থাপনের সপ্তাহান্তিক স্কুল
খ্রিস্টিয়ান আপলোজেটিক্স সপ্তাহান্তিক স্কুল

বর্তমানে সময়সূচীর জন্য ও অনলাইন রেজিস্টার করার জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/weekendschool**

খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য একটি সম্মেলন আয়োজন করুন

All Peoples Church পালকদের জন্য, স্থানীয় মণ্ডলীর নেতাদের জন্য, খ্রীষ্টিয় সংস্থার নেতাদের জন্য এবং অন্যান্য ব্যক্তি, যারা খ্রীষ্টিয় পরিচর্যার সাথে যুক্ত আছে, তাদের জন্য আত্মায় অভিষিক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। অভিষিক্ত শিক্ষা, আত্মা দ্বারা পরিচালিত পরিচর্যা ছাড়াও, আমাদের দলের লোকেরা অংশগ্রহণকারীদের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা ও কথোপকথন করে। প্রত্যেকটা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন সাধারণত ২-৩ দিনের জন্য আয়োজন করা হয় এবং একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লক্ষ্য করে। অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষিত হয় এবং শক্তিযুক্ত হয়ে, পরিচর্যার জন্য আরও কার্যকারী হয়ে সম্মলন থেকে বেরিয়ে আসে। খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন সাধারণত কোন একটা স্থানীয় মণ্ডলীর দ্বারা, খ্রীষ্টিয় সংস্থার দ্বারা, অথবা কোন মিশন সংস্থার দ্বারা আয়জিত হয়। যে সংস্থা অথবা মণ্ডলী এই সভাটির আয়োজন করে, তারাই সমস্ত খরচ বহন করে ও সকল অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানায়। All Peoples Church তাদের পরিচর্যাকারী দলকে প্রেরণ করবে যাতে তারা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীদের পরিচর্যা করতে পারে।

যে বিষয়গুলি আমাদের পরিচর্যাকারী দল শিক্ষা দেয়ঃ

- **Revivals, Visitations and Moves of God**
- **Presence and Glory**
- **Kingdom Builders (ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী)**
- **Level Ground**
- **The House of God**
- **Apostolic and Prophetic Ministry**
- **Ministering Healing and Deliverance**
- **Gifts of the Spirit**
- **Marriage and Family**
- **Equipping the Saints and marketplace Transformation**

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলনের বিষয়গুলির তালিকার জন্য, **apcwo.org/CLC** ওয়েবসাইট দেখুন।

একটা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন আয়োজন করতে গেলে, আমাদের ইমেইল করুনঃ contact@apcwo.org

All Peoples Church এর সম্বন্ধে একটা ভূমিকা

All Peoples Church (APC) তে, আমাদের দর্শন হল বেঙ্গালুরু শহরে একটা লবন ও জ্যোতির ন্যায় হতে এবং সমুদয় ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটা রব হতে।

APC তে, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও প্রকাশ সহকারে সম্পূর্ণ এবং আপোসহীন ঈশ্বরের বাক্য উপস্থাপনা করার জন্য সমর্পিত। আমরা বিশ্বাস করি যে ভালো সঙ্গীত, সৃজনশীল উপস্থাপনা, অসাধারণ এপোলোজেটিক্স, সমসাময়িক পরিচর্যার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি, ইত্যাদি, কোন কিছুই পবিত্র আত্মার বরদান, আশ্চর্য কাজ, চিহ্ন সহকারে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না (১ করিন্থীয় ২:৪,৫; ইব্রীয় ২:৩,৪)। আমাদের কেন্দ্র স্থান হল যীশু, আমাদের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের পদ্ধতি হল পবিত্র আত্মার শক্তি, আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল মানুষেরা, এবং আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মতো পরিপক্কতা।

বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে All Peoples Church এর অনেক মণ্ডলী স্থাপিত আছে। All Peoples Church এর মণ্ডলীর তালিকা এবং যোগাযোগ নম্বর পেতে গেলে, আমাদের ওয়েবসাইটে **www.apcwo.org/locations** দেখুন, অথবা **contact@apcwo.org** এ ই-মেইল পাঠান।

আপনি কি সেই ঈশ্বরকে জানেন যিনি আপনাকে প্রেম করেন?

প্রায় ২০০০ বছর আগে, ঈশ্বর মানব রূপ ধারন করে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হল যীশু। তিনি একটা নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন। যেহেতু যীশু মানব রূপে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যা কিছু বলেছে ও করেছেন, তার দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কথা। তিনি যে কাজগুলি সাধন করেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কাজ। এই পৃথিবীতে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি অসুস্থদের ও পীড়িতদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিদান করেছিলেন, যারা শুনতে পেত না, তিনি তাদের শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, খঞ্জদের চলতে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ধরণের অসুস্থতা ও ব্যাধি সুস্থ করেছিলেন। আশ্চর্য ভাবে কয়েকটি রুটি দিয়ে তিনি অনেক ক্ষুধিত ব্যক্তিদের খাদ্য যোগান দিয়েছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

এই সকল কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর উত্তম, যিনি চান যে লোকেরা যেন সুস্থ হয়, সম্পূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যকর হয় এবং খুশী থাকে। ঈশ্বর তার লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে চান।

তাহলে কেনই বা ঈশ্বর একটা মানব রূপ ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন? যীশু কেন এসেছিলেন?

আমরা সকলে পাপ করেছি এবং সেই সকল কাজ করেছি যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণীয়। পাপের পরিণাম আছে। পাপ হল ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর সাথে একটা অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাঁধা দেয়। সুতরাং, আমাদের অনেকেই এই শূন্য স্থানটি অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

পাপের আরও একটা পরিণাম হল ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের আদালতে, পাপের বেতন মৃত্যু। মৃত্যু হল নরকে যাওয়ার দ্বারা ঈশ্বরের থেকে চিরকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া।

কিন্তু, আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে যে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বাইবেল বলে, **"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন" (রোমীয় ৬:২৩)** যীশু তাঁর ক্রুশিয় মৃত্যু দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। তারপর, তিন দিন পর তিনি আবার বেঁচে উঠলেন, তিনি নিজেকে জীবিত অবস্থায়ে অনেক মানুষের কাছে দেখা দিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন।

ঈশ্বর প্রেমের ও দয়ার ঈশ্বর। তিনি চান না যে একটা মানুষও নরকে শাস্তি না পাক। এবং সেই কারণে, তিনি এসেছিলেন, যাতে তিনি সমুদয় মানবজাতির জন্য পাপ থেকে ও পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ প্রস্তুত করতে পারেন। তিনি পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন – আপনার এবং আমার মতো মানুষদের পাপ থেকে ও অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

পাপের এই ক্ষমাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে গেলে, বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের একটা কাজ করতে হবে – প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর কী করেছিলেন তা স্বীকার করা এবং তাঁকেই সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করা।

"...যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়" (প্রেরিত ১০:৪৩)।

"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে" (রোমীয় ১০:৯)।

আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও আপনার পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারেন ও শুচিকৃত হতে পারেন।

নিম্নলিখিত একটা সহজ প্রার্থনা লেখা আছে যা আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার তিনি ক্রুশের উপর কী করেছেন, সেটা সম্বন্ধীয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি যীশুর বিষয়ে আপনার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করতে ও পাপ থেকে ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি একটা রূপরেখা। এই প্রার্থনাটি আপনি আপনার নিজের ভাষাতেও করতে পারেন।

প্রিয় প্রভু যীশু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশের উপর কী সাধন করেছো। তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি তোমার বহুমূল্য রক্ত আমার জন্য ঝরিয়েছিলে এবং আমার পাপের মূল্য মিটিয়ে দিয়েছিলে, যাতে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি। বাইবেল আমাকে বলে যে যে কেউ তোমার উপর বিশ্বাস করবে, সে তার পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

আজ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করার এবং তুমি আমার জন্য কী করেছো, তা গ্রহণ করার একটা সিদ্ধান্ত নিই, এবং বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছিলে এবং আবার মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছিলে। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার উত্তম কাজ দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারব না, অথবা অন্য কোন মানুষও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমি আমার পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারি না।

আজ, আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস করি এবং আমার মুখে স্বীকার করি যে তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি আমার পাপের মূল্য মিটিয়েছিলে, তুমি মৃতগণদের মধ্যে থেকে বেঁচে উঠেছিলে, এবং তোমার উপর বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে, আমি আমার পাপের ক্ষমা ও শুচিকরন লাভ করি।

যীশু তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে প্রেম করতে পারি, তোমাকে আরও জানতে পারি এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমেন।

DOWNLOAD THE FREE APP!

Search for
"All Peoples Church Bangalore"
in the App or Google play stores.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

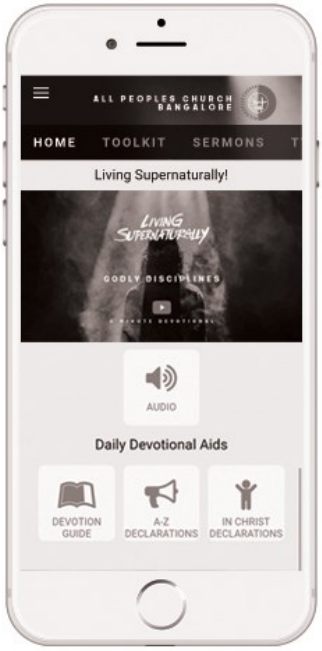

A daily 5-minute video devotional.
A daily Bible reading and prayer guide.
5-minute Sermon summary.
Toolkit with Scriptures on various topics to build faith and information to share the Gospel.
Resources with sermons, sermon notes, TV programs, books, music and more.

IF YOU LOVE IT, TELL OTHERS ABOUT IT!

All Peoples Church Bible College
apcbiblecollege.org

All Peoples Church বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (APC-BC), যা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত, আত্মায় পরিপূর্ণ, অভিষিক্ত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক ভাবে পরিচর্যা করার ক্ষমতা প্রদান করার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার সাথে নিরাময় ঈশ্বরের বাক্য শেখানো হয়। আমরা পরিচর্যার জন্য একটা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে গঠন করাতে বিশ্বাস করি, যেখানে আমরা একটি ঐশ্বরিক চরিত্রে, ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে প্রবেশ করা, এবং আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজ দ্বারা পরিচর্যা করায় জোর দিই - যা প্রভুর সাথে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে উত্থাপিত হয়।

APC-BC তে, নিরাময় বাক্য শেখানোর সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে কাজে প্রকাশিত করার উপর গুরুত্ব দিই, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও উপস্থিতি এবং ঈশ্বরের কাজের অলৌকিক কাজের উপর গুরুত্ব দিই। অনেক যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি আমরা প্রদান করিঃ

এক বছরের Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)

দুই বছরের Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)

তিন বছরের Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)

সপ্তাহের পাঁচ দিন ক্লাস নেওয়া হয়, **সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।** কর্মজীবী লোকেরা, গৃহবধূরা এই কোর্সগুলি করতে পারে, এবং দুপুর ১টার পর তাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম করতে পারে। আলাদা হস্টেলের ব্যবস্থা আছে সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা সেই স্থানে থেকে এই কোর্সগুলি করতে চায়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচর্যার জন্য অংশগ্রহণ করে, বিশেষ সেমিনারে, প্রার্থনা ও আরাধনার সময়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিদিন দুপুর ২ টো থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। দুপুরের অধিবেশনগুলি তাদের জন্য অনিবার্য নয়, যারা অন্যান্য কাজ করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কোন না কোন স্থানীয় মণ্ডলীতে সেবাকাজের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

কলেজের সম্বন্ধে, পাঠ্যক্রমের সম্বন্ধে, যোগ্যতা, মূল্য সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে গেলে **apcbiblecollege.org** ওয়েবসাইটে যান।

APC-BC is accredited by the Nations Association for Theological Accreditation (NATA).

জীবনে অনেক বিষয়েই বিঘ্ন জন্মাতে পারে। একবার যখন আমরা বিঘ্নগুলিকে হৃদয়ে গ্রহণ করে নিই, তখন সেইগুলি ভিতরে কাজ করতে থাকে ও অবশেষে আমাদের কল্পনার বাইরে, একাধিক ভাবে প্রভাবিত করে থাকে। যখন আমরা একটা বিঘ্ন পাওয়া হৃদয় থেকে কাজ করে থাকি তখন আমরা প্রাই অযৌক্তিক ভাবে চিন্তাভাবনা করি, কথা বলি অথবা কাজ করে থাকি। যখন এটা মণ্ডলীর মধ্যে দেখা যায়, ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে দেখা যায়, তখন আমরা সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয়গুলিকে ঘটতে দেখি!

বাইবেল বিঘ্ন পাওয়ার বিষয় নিয়ে কী বলে? যখন আপনি বিঘ্ন পান তখন আপনার কীভাবে সাড়া দেওয়া উচিৎ? কীভাবে আমরা নেতিবাচন আবেগগুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারব যখন আমরা আঘাত পেয়ে থাকি? এই সরল কিন্তু আলোকিত করার মতো ঈশ্বরের বাক্য থেকে অধ্যয়নটি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে পারে এবং সম্পূর্ণ বিঘ্ন মুক্ত জীবন যাপন করতে আপনাকে সাহায্য করবে।

সর্বদা বিঘ্নের উর্ধ্বে জীবন যাপন করবেন!

আশিস রাইচুর

All Peoples Church & World Outreach
#319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org